বৈদিক যুগ

শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী
(পুরাতত্ত্ব ভারতী)

VIJAY KRISHNA BROTHERS
Booksellers and Publishers
5 Maniktolla Spur
Calcutta
1930

কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট
মানসী প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য পুস্তক

১। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস

পৃষ্ঠা ১২৮ মূল্য

"গ্রন্থকর্ত্রীর অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। পুস্তকখানি আমাদের সামাজিক ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিবে।"

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

"এই সমাজের ইতিহাস ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা শাস্ত্র ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বেশ দক্ষতাসহকারে, বেশ প্রমাণ প্রয়োগের সহিত আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধেয়া লেখিকা তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানি যে প্রভূত পরিশ্রম ও একান্ত অধ্যবসায়ের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রথম ভাগ আঙ্গিরস, ভৃগু কাশ্যপ প্রভৃতি আর্য্য ঋষিদের বংশাবলীর পরিচয় অবশ্য খুব সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। ২য় ভাগে পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমন ও ও সমাজ গঠনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই পলায়ন প্রসঙ্গ পড়িয়া লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। পলায়নপর ভীরু কাপুরুষদের সমাজগঠন বিড়ম্বনা বলিয়াই মনে হয়। এই রকম সামাজিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সকল সামাজিক ইতিহাসই একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের মাল মশলা যোগাইবে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—ফাল্গুন ১৩৩৪

2. Pilgrim's India—A description of interesting Places and Personalties of India (In the press)

ভূমিকা

বার্দ্ধক্যের জীর্ণতা শৈশবের সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া যেমন জীবনে একটা মোহের আবরণ ঢালিয়া দেয়—তেমনি জাতীয় জীবন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে প্রভাতের অরুণ রেখার দিকে মনকে স্বতঃই টানিয়া লইয়া যায়। মনের এই সহজ স্বাভাবিক গতি একদিন আমাকে অলক্ষ্যে প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের জীবন ধারার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহাদের সহজ সরল জীবনের গতিবিধি আমার হৃদয়ে যে রেখাঙ্কপাত করিয়াছে তাহারই একটী অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছবি এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আধুনিক তথা কথিত সভ্যতার পঙ্কিল ধারা সেই উদার মহান জীবনের প্রতিকৃতিকে স্থানে স্থানে মলিন করিয়াছে সত্য, তথাপি আমি বৈদিগ যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বৈদিক ঋষিদের জীবনের আলেখ্য যথাসাধ্য ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার এই অসাধ্য চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

এই পুস্তিকার সহিত আমার জীবনের শোকগাঁথা গ্রথিত রহিয়াছে। যাঁহার উৎসাহ দীপ্ত আনন আমার ভগ্ন-স্বাস্থ্যে এই পুস্তিকা প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছে, যাঁহার স্নেহার্দ্র হৃদয় এবং সরল উদার ভাব আমার হৃদয়ে বৈদিগ যুগের অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সেই পরম স্নেহভাজন পুত্রপ্রতিম ভাগিনেয় রাজেন্দ্রনাথ আজ অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাহারই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হইল। নিবেদন ইতি—

গ্রন্থকর্ত্তী

সূচীপত্র

বৈদিকযুগ

-০——

প্রথম অধ্যায়

অনুক্রমণিকা

বেদ চারিটি যথা—ঋক্, সাম, যজু, ও অথর্ব্ব। ঋগ্বেদে দেবতাদের স্তুতি আছে, সামবেদেও প্রায় আঠার শত স্তুতি আছে ইহার অধিকাংশই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়া সঙ্গীতের স্বরে পরিণত করা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞ এবং অথর্ব্ব বেদে অথর্ব্ব উপাসক দিগের মন্ত্র ইত্যাদি রহিয়াছে। বেদ বলিলে যাহা দ্বারা জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞান বুঝায়। অথর্ব্ব বেদকে ব্রহ্মবেদ বলা হয়। বেদকে বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক বেদেরই শাখা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ লেখা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের আধুনিক অংশকে আরণ্যক বলা হয়। বেদকে বুঝাইবার জন্য আধুনিক অংশকে বেদাঙ্গ অথবা উপনিষদ্ বলা হয়। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত যথা—শিক্ষা (Pronunciation), কল্প (Ritual), ব্যাকরণ (Grammar), নিরুক্ত (Etymology), জ্যোতিষ (Astronomy), ছন্দ, (Meter)। শিক্ষা দ্বারা বেদ কি রকম উচ্চারণ করিতে হয় এবং পাঠ করিতে হয় তাহা জানা যায়। যজ্ঞ ক্রিয়াকে কল্প বলা হয়। শব্দ সংযোগের শৃঙ্খলা এবং নিয়মাবলীকে ব্যাকরণ বলা হয়।

শব্দোৎপত্তি কিরূপভাবে হয় তাহার নির্দ্দেশকে নিরুক্ত বলা হয়। গ্রহ নক্ষত্রাদির সময় এবং তাহাদের স্থান নিরূপণ করাকে জ্যোতিষ বলে। (১)

কল্প সূত্র দুই অংশে বিভক্ত, শ্রৌত সূত্র (১) এবং স্মার্ত সূত্র (২)। শ্রৌত (শ্রুতি) সূত্র দ্বারা বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। ঋগ্বেদানুযায়ী শ্রৌত সূত্রের নাম আশ্বলায়ণ এবং শাঙ্খায়ন। সামবেদানুযায়ী মাশক, লাত্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদানুযায়ী বৌধ্যায়ণ, আপস্তম্ভ, হিরণ্য, কেশী, মানব এবং ভরদ্বাজ। শুক্লযজুর্ব্বেদ অথবা বাজসায়নী সংহিতানুযায়ী কাত্যায়ন। অথর্ব্ববেদানুযায়ী কৌশিক এবং বেতান। স্মার্ত্ত (স্মৃতি) সূত্র পুরুষানুক্রমে যাহা চলিত হইয়া আসিয়াছে তাহাকে স্মার্ত্ত সূত্র বলা হয়। আর্য্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠানিক কর্ম্ম সমূহ গৃহ্য সূত্রে বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদানুযায়ী গৃহ্য সূত্র কেবল অশ্বলায়ণ এবং শাঙ্খলায়ণ। সামবেদানুযায়ী

(১) শিক্ষা (১) কল্পঃ (২) ব্যাকরণম্ (৩) নিরুক্তং (৪) জ্যোতিঃ (৫) ছন্দঃ (৬)। যড় ক্রম্। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্ত জ্যোতিষাং গণঃ। ছন্দো বিচিতি রিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদউচ্যতে॥ ইতি তত্র আকারাদির্বর্ণানাং স্থান করণ প্রযত্ন বোধিকা অ.কু এ'হ বিসর্জ্জনীয়াঃ। কথা ইত্যাদিকা শিক্ষা। যাগ ক্রিয়ণামুপদেশঃ কল্পঃ। সাধুশব্দান্বাখ্যানং ব্যাকরণম্। বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ ইত্যাদিনা নিশ্চয়েনোক্তং নিরুক্তম্। গ্রহণাদিগণনশাস্ত্রং জ্যোতিঃ। শ্রুতি ছন্দসাং প্রত্যায়কং শাস্ত্রং ছন্দোবিচিতিঃ। ইত্যমর ভরতৌ।

গোভিল। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদানুযায়ী বৌধ্যায়ন,আপস্তম্ভ, লুগক্ষি, এবং মানব। শুক্ল যজুর্ব্বেদ্ অথবা বাজশায়নি সংহিতানুযায়ী পারস্কর। অথর্ব্ব বেদানুযায়ী কৌশিক সূত্র। ধর্ম্ম অথবা সময়চারিকা সূত্রে অন্যের প্রতি ব্যবহারের নিয়ম বর্ণিত আছে। ধর্ম্ম সূত্রে আপস্তম্ভ, গৌতম, বশিষ্ঠ, বৌদ্ধায়ন এবং বিষ্ণু দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম সূত্র হইতেই কবিতাতে ধর্ম্ম শাস্ত্র সংহিতা ইত্যাদি রচিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র সংহিতাতে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ভ, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ। পানিনি ব্যাকরণ দ্বারা শব্দের সংযোগের নিয়মাবলী বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাণিনি তৃতীয় খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করিয়া ছিলেন। যাস্কের নিরুক্তে বৈদিক শব্দের উৎপত্তি এবং বুৎপত্তি বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাস্ক পঞ্চ শত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

শিক্ষা (phonetics):—প্রাতিসার্খ্য এবং পাণিনয়ো শিক্ষাতে বৈদিক শব্দের উচ্চারণের বিধি বর্ণিত আছে। ছন্দঃ (meter):—ঋক্‌প্রাতিশাখ্য এবং পিঙ্গলের ছন্দ সূত্রে বেদের ছন্দের বর্ণনা আছে। জ্যোতিষ (Astronomy) পুস্তকের মধ্যে লগদের জ্যোতিষ অত্যধিক প্রাচীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋগ্বেদ।

ঋগ্বেদের একমাত্র শাকল শাখাই বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ১০১৭ সূক্ত এবং ১১টী বালখিল্য আছে। প্রত্যেক সূক্তে সাধারণতঃ প্রায় ১০টী করিয়া ঋক্ আছে। এবং ঋগ্বেদে সর্ব্ব সমেত ১০৬০০ ঋক্ আছে। ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলে বিভক্ত। ২য় হইতে সপ্তম মণ্ডল এক এক ঋষি বংশ দ্বারা রচিত হইয়াছে। ২য় মণ্ডল গৃৎসমদ বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা, তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র বংশীয় ঋষিগণ দ্বারা, ৪র্থ বামদেবীয়, ৫ম অত্রি, ৬ষ্ঠ ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং ৭ম বশিষ্ঠ গোত্রীয় ঋষিগণ দ্বারা রচিত।

১ম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত আছে; ইহা বিভিন্ন বংশীয় ষোল জন ঋষি দ্বারা রচিত; ৮ম মণ্ডল কণ্ব ঋষিগণ দ্বারা রচিত হইয়াছে। ৯ম মণ্ডলে শুধু সোম গান আছে; ইহাতে সমস্ত ঋষিগণেরই রচনা আছে।

সামবেদের অধিকাংশই এই অষ্টম এবং নবম মণ্ডল হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১০ম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত আছে; ইহাতেও অনেক ঋষি বংশের রচনা আছে। অথর্ব্ববেদে ঋক্‌বেদের ১৩৫০ ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে ৫০ ঋক্‌ই এই ১০ম মণ্ডল হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১০ম মণ্ডল ঋগ্বেদের সম্ভবতঃ আধুনিক পরিসংখ্যা। ঋগ্বেদ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় এক সহস্র খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা

বায়ু পুরাণে দেখিতে পাই যে পরাশরাত্মজ মৎস্যগন্ধার কানিক-পুত্র দ্বৈপায়ণ ব্যাস বেদ সংগ্রহ করেন এবং শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন। (২)

অস্মিন্ যুগে কৃতো ব্যাসঃ পরাশর্য্য পরন্তপঃ। দ্বৈপায়ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১॥ ব্রহ্মণা চোদিতঃ সোঽস্মিন্ বেদং ব্যস্তং প্রচক্রমে। অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদকারণাৎ ॥১২॥ জৈমিনিঞ্চ সুমন্তুঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ। পৈলং তেষাং চতুর্থন্তু পঞ্চমং লোমহর্ষণম্ ॥১৩॥ ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ বিধিবদ্দ্বিজম্। যজুর্ব্বেদ প্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ॥১৪॥ জৈমিনিং সামবেদার্থশ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত। তথৈবাথর্ব্ব-বেদস্য সুমন্তুমৃষিসত্তমম্ ॥১৫॥ ঋচো গৃহীত্বা পৈলস্তু ব্যভজত্তদ্দ্বিধা পুনঃ। দ্বিঃ কৃত্বা সংযুগে চৈব শিষ্যাভ্যামদদাৎ প্রভুঃ ॥২৩॥ ইন্দ্রপ্রমতয়ে চৈকাং দ্বিতীয়াং বাস্কলায় চ। চতস্রঃ সংহিতাঃ কৃত্বা বাস্কলির্দ্বিজসত্তমঃ ॥২৪॥ শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শুশ্রূষাভিরতান্ হিতান্ ॥২৫॥ বোধ্যাং তু প্রথমাং শাখাং দ্বিতীয়ামগ্নিমাঠরম্। পরাশরং তৃতীয়ান্তু যাজ্ঞবল্ক্যমথাপরাম্ ॥২৬॥ ইন্দ্রপ্রমতিরেকান্তু সংহিতাং দ্বিজসত্তমঃ। অধ্যাপয়ন্মহাভাগং মার্কণ্ডেয়ং যশস্বিনম্ ॥২৭॥ সত্যশ্রবসমগ্র্যাং তু পুত্রং স তু মহাযশাঃ। সত্যশ্রবাঃ সত্যহিতং পুনরধ্যাপয়দ্দ্বিজঃ ॥২৮॥ সোঽপি সত্যতরং পুত্রং পুনরধ্যাপয়দ্বিভুঃ। সত্যশ্রিয়ং মহাত্মানং সত্যধর্ম্ম পরায়ণম্ ॥২৯॥ অভবংস্তস্য শিষ্যা বৈ ত্রয়স্তু সুমহৌজসঃ। সত্যশ্রিবস্তু বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রগ্রহণতৎপরাঃ ॥৩০॥ শাকল্যঃ প্রথমস্তেষাং তস্মাদন্যো রথীতরঃ। বাস্কলিশ্চ ভরদ্বাজ ইতি শাখাপ্রবর্ত্তকাঃ ॥৩১॥ দেবমিত্রস্তু শাকল্যো মহাত্মা দ্বিজসত্তমঃ। চকার সংহিতাঃ পঞ্চ বুদ্ধিমান্ পদবিত্তমঃ ॥৩২॥ তচ্ছিষ্যা অভবন্ পঞ্চ মুদ্গলো গালকস্তথা। খালীয়শ্চ তথা মৎস্যঃ শৈশিরেয়স্তু পঞ্চমঃ ॥৩৪॥ প্রোবাচ সংহিতাস্তিস্রঃ

'দেবাপি ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৯৮ সূক্তের ১-৩য় সূক্ত রচনা করিয়াছেন। বৃহদ্দেবতায়, পুরাণে এবং মহাভারতে দেখিতে পাই যে পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরেরপিতামহ ভীষ্মের পিতা শান্তনু এবং দেবাপি, ভ্রাতা ছিলেন। তাহারা ঋতিষেনের পুত্র এবং প্রতিপের পৌত্র। দেবাপি চর্ম্মরোগগ্রস্থ ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাহার রাজ্যাভিষেকে জনপদ এবং ব্রাহ্মণগন আপত্তি করাতে শান্তনু রাজা হন। দেবাপি রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া অরণ্যে গমন করেন। ইহার পরে দেশে অনাবৃষ্টি হওয়ায় শান্তনু এবং তাহার প্রজাবৃন্দ দেবাপিকে রাজত্ব দিতে চাহিলেন; কিন্তু দেবাপি রাজ্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৮ সূক্ত রচিত হইল। (৩)

শাকপর্ণরথীতরঃ। নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থং দ্বিজসত্তমঃ॥৬৫॥ তস্য শিষ্যাস্তু চত্বারঃ কেতবো দারুকিস্তথা। ধর্ম্মশর্ম্মা দেবশর্ম্মা সর্ব্বে ব্রতধরা দ্বিজাঃ॥৬৬॥ (বায়ুপুরাণে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ে ১১—১৫।২৩—৩১।৬৩—৬৬ শ্লোক)

তত্রৈব সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ পিতুর্ম্মম পিতামহঃ। প্রতীপঃ পৃথিবীপালস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ১৪ ॥ তস্য পার্থিবসিংহস্য রাজ্যং ধর্ম্মেণ শাসতঃ। ত্রয়ঃ প্রজজ্ঞিরে পুত্রা দেবকল্পা যশস্বিনঃ॥ ১৫ ॥ দেবাপিরভবদ্‌জ্যেষ্ঠো বাহ্লীকস্তদনন্তরম্। তৃতীয়ঃ শান্তনুস্তাত ধৃতিমান্ মে পিতামহঃ॥ ১৬ ॥ দেবাপিস্তু মহাতেজা ত্বগ্দোষী রাজসত্তমঃ। ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদীচ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ॥ ১৭ ॥ পৌরজানপদানাঞ্চ সম্মতঃ সাধুসৎকৃতঃ। সর্ব্বেষাং বালবৃদ্ধানাং দেবাপির্হৃদয়ঙ্গমঃ॥ ১৮ ॥ বদান্যঃ সত্যসন্ধশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ

বর্ত্তমানঃ পিতুঃ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥ ১৯ ॥ বাহ্লীকস্য প্রিয়ো ভ্রাতা শান্তনোশ্চ মহাত্মনঃ। সৌভ্রাত্রঞ্চ পরং তেষাং সহিতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২০ ॥ অথ কালস্য পর্য্যায়ে বৃদ্ধো নৃপতিসত্তমঃ। সম্ভারানভিষেকার্থং কারয়ামাস শাস্ত্রতঃ। মঙ্গলার্থাণি সর্ব্বাণি কারযামাস বৈ বিভুঃ ॥ ২১ ॥ তং ব্রাহ্মণাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ। সর্ব্বে নিবরয়ামাসুর্দ্দেবাপেরভিষেচনম্ ॥ ২২ ॥ স তচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতিরভিষেকনিবারণম্। অশ্রুকণ্ঠোঽভবদ্রাজা পর্য্যশোচত চাত্মজম্ ॥ ২৩ ॥ এবং বদান্যোধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সোঽভবৎ। প্রিয়ঃ প্রজানামপি স ত্বগ্দোষেণ প্রদূষিতঃ ॥ ২৪ ॥ হীনাঙ্গং পৃথিবীপালং নাভিনন্দন্তি দেবতাঃ। ইতি কৃত্বা নৃপশ্রেষ্ঠং প্রত্যষেধন্ দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রব্যথিতাঙ্গোঽসৌ পুত্রশোকসমন্বিতঃ। নিবারিতং নৃপং দৃষ্ট্বা দেবাপিঃ সংশ্রিতো বনম্ ॥ ২৬ ॥ বাহ্লীকো মাতুলকুলং ত্যক্ত্বা রাজ্যং সমাশ্রিতঃ। পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ পরিত্যজ্য প্রাপ্তবান্ পরমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৭ ॥ বাহ্লীকেন ত্বনুজ্ঞাতঃ শান্তনুর্লোকবিশ্রুতঃ। পিতর্য্যুপরতে রাজন্ রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ২৮ ॥ (মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বে একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ে ১৪ - ২৮ শ্লোক)।

আষ্টিষেণস্তু দেবাপিঃ কৌরব্যশ্চৈব শংতনুঃ। ভ্রাতরৌ কুরুষু ত্বেতৌ রাজপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥১৫৫॥ জ্যেষ্ঠস্তয়োস্তু দেবাপিঃ কনীয়াংশ্চৈব শংতনুঃ। ত্বগ্দোষী রাজপুত্রস্তু ঋষ্টিষেণ সুতোঽভবৎ ॥ ১৫৬ ॥ রাজ্যেন ছন্দয়ামাসুঃ প্রজাঃ স্বর্গং গতে গুরৌ। স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা প্রজাস্তাঃ প্রত্যভাষত ॥ ৫৭॥ (বৃহদ্দেবতায় সপ্তমোঽধ্যায় ১৫৫—১৫৭)

ন রাজ্যমহমর্হামি নৃপতির্বোঽস্তু শংতনুঃ। তথেত্যুক্ত্বাভ্যষিঞ্চংস্তাঃ প্রজা রাজ্যায় শংতনুম্ ॥ ১ ॥ ততোঽভিষিক্তে কৌরব্যে বনং দেবাপিরাবিশৎ। ন ববর্ষাথ পর্জন্যো রাজ্যে দ্বাদশ বৈ সমাঃ ॥ ২ ॥ ততোঽভ্যগচ্ছদ্দেবাপিং প্রজাভিঃ সহ শংতনুঃ। প্রসাদয়ামাস চৈনং তস্মিন্ধর্ম্ম

ব্যতিক্রমে ॥ ৩ ॥ শিশিক্ষ চৈনং রাজ্যেন প্রজাভিঃ সহিতস্তদা। অনুবাচাথ দেবাপিঃ প্রহ্বং তু প্রাঞ্জলিস্থিতম্ ॥ ৪ ॥ ন রাজ্যমহমর্হামি ত্বগ্দোষোপহতেন্দ্রিয়ঃ। যাজয়িষ্যামি তে রাজন্ বৃষ্টিকামেজ্যয়া স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥ ততস্তং তু পুরোহিত্বে আর্ত্বিজ্যায় স শংতনুঃ। স চাস্য চক্রে কর্ম্মাণি বার্ষিকাণি যথাবিধি ॥ ৬ ॥ বৃহস্পতে প্রতীত্যাগ্‌ভির্ ইজে চৈব বৃহস্পতিম্। দ্বিতীয়য়াস্য সূক্তস্য বোধিতে জাতবেদসা ॥ ৭ ॥ আস্যে তে হ্যুমতীং বাচং দধামি স্তুহি দেবতাঃ। ততঃ সোঽস্মৈ দদৌ প্রীতো বাচং দেবীং তয়া চ সঃ ॥ ৮ ॥ ঋগ্‌ভিশ্চতসৃভির্দেবাঞ্ জগৌ বৃষ্ট্যর্থমেব তু। অগ্নিংচ সূক্তশেষেণ কমৈন্দ্রং সূক্তমুত্তরম্ ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র দৃংহেতি বিশেষাম্ উদিত্বাত্বিকস্তুতিঃ পরম্। শক্তিপ্রকাশনেনৈষাং বিনিয়োগোঽত্র কীর্ত্তিতে ॥ ১০ ॥ (বৃহদ্দেবতার অষ্টম অধ্যায়ে ১—১০)।

দিলীপসূনুঃ প্রতিপস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। দেবাপিঃ শন্তনুশ্চৈব বাহ্লীকশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ॥ ২৩৪ ॥ বাহ্লীকস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তবাহ্লীশ্বরো নৃপঃ। বাহ্লীকস্য সুতশ্চৈব সোমদত্তো মহাযশাঃ। জজ্ঞিরে সোমদত্তাত্তু ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ ॥ ২৩৫ ॥ দেবাপিস্তু প্রবব্রাজ বনং ধর্ম্মপরীপ্সয়া। উপধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবন্মুনিঃ ॥ ২৩৬ ॥ চ্যবনোঽস্য হি পুত্রস্তু ইষ্টকশ্চ মহাত্মনঃ। শন্তনুস্ত্বভবদ্রাজা বিদ্বান্ বৈ স মহাভিষঃ ॥ ২৩৭ ॥ ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং প্রতি মহাভিষম্। যং যং রাজা স্পৃশতি বৈ জীর্ণং সময়তো নরম্। পুনর্যুবা স ভবতি তস্মাত্তে শন্তনুং বিদুঃ ॥ ২৩৮ ॥ ততোঽস্য শন্তনুত্বং বৈ প্রজাস্বিহ পরিশ্রুতম্। স তূপযেমে ধর্ম্মাত্মা শন্তনুর্জাহ্নবীং নৃপঃ ॥ ২৩৯ ॥ তস্যাং দেবব্রতং ভীষ্মং পুত্রং সোঽজনয়ৎ প্রভুঃ। স চ ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ। কালে বিচিত্রবীর্য্যস্তু দাসীস্বজনয়ৎ সুতম্ ॥ ২৪০ ॥ শন্তনোর্দয়িতং পুত্রং প্রজাহিতকরং প্রভুম্। কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীর্য্যকে ॥ ২৪১ ॥ ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ

কশ্যপ বংশজ আসিত ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৫—২৪ সূক্ত পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন। (৪)

অসিত শান্তনুপুত্র ভীষ্মের ও যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন।

অসিত পুত্র দেবল। দেবলের ভ্রাতা ধৌম্যকে পাণ্ডবগণ পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। (৫)

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে দেবাপি এবং অসিত দেবলের পরবর্ত্তী সময়ে বেদসঙ্কলিত হইয়াছে, নতুবা তাহাদের নাম বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত না। অর্থাৎ

বিদুরং চাপ্যজীজনৎ। ধৃতরাষ্ট্রাত্তু গান্ধারী পুত্রাণাং সুষুবে শতম্ ॥২৪২॥ তেষাং দুর্য্যোধনো জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য স প্রভুঃ। মাদ্রী রাজ্ঞী পৃথা চৈব পাণ্ডোর্ভার্য্যে বভূবতুঃ। দেবদত্তাঃ সুতাস্তাভ্যাং পাণ্ডোরর্থে বিজজ্ঞিরে ॥ ২৪৩ ॥ (বায়ুপুরাণে নবনবতিতমোঽধ্যায়ে ২৪—২৪৩)

বিশ্বামিত্র ঋষর্যচ্চ জগৌ বৈ কাশ্যপোঽসিতঃ। মেধতিথে ঋচাং যাস্ত প্রোক্তা দ্বাদশ দেবতাঃ ॥১৫৭॥ (বৃহদ্দেবতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৫৭)

অসিতস্যৈকপর্ণা তু পত্নী সাধ্বী দৃঢ়ব্রতা। দত্তা হিমবতা তস্মৈ যোগাচার্য্যায় ধীমতে। দেবলং সুষুবে সা তু ব্রহ্মিষ্ঠং মানসং সুতম্ ॥ ১৭ ॥ (বায়ুপুরাণে ৭২ অধ্যায় ১৭ শ্লোক)

বৈ যঃ স্যাদ্‌গন্ধর্ব্ব বেদাবৎ। পুরোহিতস্তমাচক্ষ সর্ব্বং হি বিদিতং তব ॥ ১ ॥ গন্ধর্ব্ব উবাচ। যবীয়ান্ দেবলস্যৈব বনে ভ্রাতা তপস্যতি। ধৌম্য উৎকোচকে তীর্থে তং বৃণধ্বং যদীচ্ছথঃ। ২ ॥ তত উৎকোচকং তীর্থং গত্বা, ধৌম্যাশ্রমন্তু তে। তং বব্রুঃ পাণ্ডবাঃ ধৌম্যং পৌরহিত্যায় ভারত ॥ ৬ ॥ (মহাভারতে আদি পর্ব্বের ১৮৩ অধ্যায়ে ১,২, এবং ৬ শ্লোক)

কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসে দ্বারা, অর্থাৎ খৃষ্টের প্রায় একহাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ সঙ্কলিত হইয়াছে। অবশ্য ঋগ্বেদ একসময়ের লেখা নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষিগণ দ্বারা ইহা রচিত। বিশ্বামিত্র হইতে দেবাপি, অসিত, দেবল অনেক ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র প্রায় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাই যে এক এক ঋষি অন্য ঋষির মন্ত্র নিজের নামে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সামান্য মন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের নামে ঘোষণা করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডের ২৯ সূক্তে ঋগ্বেদের রচয়িতাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (৬)

অনেক ঋষি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যের মন্ত্র নিজের নামে চালাইয়াছেন যথা—

(৬) যাবঙ্গিরসমবথো যাবগস্তিং মিত্রাবরুণা জমদগ্নিমত্রিম্। যো কশ্যপম বথো যো বসিষ্ঠং তৌ নোমুঞ্চতমংহসঃ ॥৩॥ যৌ শ্যাবাশ্বমবথো বধ্র্যশ্বং মিত্রাবরুণা পুরুমীঢ়মত্রিম্। যৌ বিমদমবথঃ সপ্তবধ্রিং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৪॥ যৌ ভরদ্বাজমবথো যৌ গবিষ্ঠিরং বিশ্বামিত্রং বরুণ মিত্র কুৎসম্। যৌ কক্ষীবন্তমবথঃ প্রোত কণ্বং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৫॥ যৌ মেধাতিথিমবথো যৌ ত্রিশোকং মিত্রাবরুণাবুশনাং কাব্যং যৌ। যৌ গোতমমবথঃ প্রোতমুদ্গলং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৬॥

(অথর্ব্ব সংহিতায় চতুর্থ কাণ্ডে ২৯ সূক্তের ৩—৬ ॥)

(১) মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ—পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥১০॥

(ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডলের ৩য় সূক্তের ১০ম ॥)

(১) ভরদ্বাজো বার্হস্পত্যঃ—প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনী-বতী। ধীনামবিত্র্যবতু ॥৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৪র্থ ॥)

(২) মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ—যো রায়োঽবনির্মহান্তসুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥১০॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রথম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের—১০।)

(২) মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ—যো রায়োঽবনির্মহান্তসুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তামিন্দ্রমভি গায়ত ॥১৩॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৮ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের—১৩।

(৩) দীর্ঘতমা ঔচথ্যঃ—মন্দ্রজিহ্বা জুগুর্বণী হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশং ॥৮॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১৪২ সূক্তের ৮ ॥)

(৩) মেধাতিথি কাণ্বঃ—তা সুজিহ্বা উপহ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্ ॥৮॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১৩শ সূক্তের—৮ ॥)

(৩) অগস্ত্যঃ—প্রথমা হি সুবাচ সা হোতারা দৈব্যা কবী যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং ॥৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১৮৮ সূক্তের—৭ ॥)

(৪) প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র কচ্যো বা।—ইমাং চ নঃ পৃথিবী বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা ॥ পুরঃ সদঃ শর্মসদো নবীরা মহদ্দেবানাম-সুরত্বমেকম্ ॥২১॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৩য় মণ্ডলের ৫৫ম সূক্তের—২১ ॥)

(৪) পরাশরঃ শাক্ত্যঃ—দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি

হিংস্রমিত্রো ন রাজা। পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা, অনবদ্যা পতিজুষ্টের নারী ॥৩॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডলের ৭৩ সূক্তের—৩ ॥)

(৫) বিশ্বামিত্রঃ—সুযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ। কিমংগ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠাহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ ॥৩॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৩য় ম, ৫৮ সূক্তের—৩ ।)

(৫) কক্ষীবান্দৈর্ঘতমস ঔশিজঃ –প্রবদ্যামনা সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ। কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠাহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ ॥৩॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১১৮ সূক্তের—৩ ॥)

(৬) অরিষ্ট নেমিস্তার্ক্ষ্যঃ—সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পংচ কৃষ্টীঃ সূর্য্যইব জ্যোতিষাপস্ততান। সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরংতে যুবতিং ন শর্য্যাম্ ॥৩॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ১৭৮ সূক্তের—৩ ॥)

(৬) বামদেব—আ দধিক্রাঃ শবসা পংচ কৃষ্টীঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান। সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্বা পূনক্তু মধ্বা সমিমা বচাংসি ॥১০॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৪র্থ মণ্ডলের ৩৮ সূক্তের—১০ ॥)

(৭) নাভাকঃ কাণ্ব অর্চ্চনানা বা—এবা বামহ্ব উতয়ে যথাহুবন্ত মেধিরাঃ। নাসত্যা সোমপীতয়ে নভংতামন্যকে সমে ॥৬॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৮ম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের—৬ ॥)

(৭) শ্যাবাশ্বঃ আত্রেয়—এবা বামহ্ব উতয়ে যথাহুবন্ত মেধিরাঃ। ইংদ্রাগ্নী সোম পীতয়ে ॥৯॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৮ম মণ্ডলের ৩৮ সূক্তের—৯ ॥)

(৮) জমদগ্নির্ভার্গব—তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবংতামা সুবীর্য্যং। সুবানা দেবাস ইংদবঃ ॥২৪॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ম মণ্ডলের ৬৫ সূক্তের—২৪ ॥)

(৮) অসিতঃ কাশ্যপো দেবলো বা—তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবংতামা সুবীর্যং। সুবানা দেবসা ইংদবঃ ॥৫॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ম মণ্ডলের ১৩শ সূক্তের ৫ ॥

(৯) রহূগনঃ আঙ্গিরসঃ—এতং ত্রিতস্য যোষনো হরিং হিন্বংত্যাদ্রিভিঃ। ইংদ্রমিংদ্রায় পীতয়ে ॥২॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ম মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের—২॥)

(৯) শ্যাবাশ্বঃ আত্রেয়—আদীং, ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বং ত্যদ্রিভিঃ ইংদ্রমিংদ্রায় পীতয়ে ॥২॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের—২)

(১০) কক্ষীবান্দৈর্ঘতমা ঔশিজঃ—এতানি বামশ্বিনা বীর্যানি প্র পূর্ব্যাণ্যাযবোহবোচন্। ব্রহ্ম কৃণ্বং তো বৃষণা যুবভ্যাং সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥২৫॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের—২৫ ॥

১০। গৃৎসমদঃ—এতানি বামশ্বিনা বর্ধনানি ব্রহ্ম স্তোমং গৃৎসমদাসো অক্রন্। তানি নরা জুজুষানোপ যাতং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥৮॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ২য় মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের—৮ ॥

(১১) বিরূপ আংগিরাসঃ—অগ্নে নি পাহি নস্তং প্রতি স্ম দেব রীষতঃ। ভিংধি দ্বেষঃ সহস্কৃত ॥১১॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৮ম মণ্ডলেয় ৪৪ সূক্তের—১১ ॥)

(১১) বশিষ্ঠঃ—অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতি স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈরজরো দহ ॥১৩॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৭ম মণ্ডলের ১৫শ সূক্তের—১৩ ॥)

(১২) বশিষ্ঠঃ—পীপিবাংসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ। ভক্ষীমহি প্রজামিষং ॥৬॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৭ম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তের—৬ ॥)

(১২) অসিতঃ কাশ্যপো দেবলো বা—নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিংদ্রপীতং

এ রকম বেদে অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে এক ঋষি, অন্য ঋষির মন্ত্র স্বীকার না করিয়া নিজের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইলেও বেদ শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিক এবং রাজনৈতিক রীতি-নিতির বিষয় পাওয়া যায়।

স্বিন্দ্রং। ভক্ষীমহি প্রজামিষং ॥৯॥

• (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ম মণ্ডলের ৮ম সূক্তের ৯ ॥)

(১৩) ভরদ্বাজো বার্হস্পত্যঃ—তং বঃ সখায়ঃ সং যথা সুতেষু সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিংদ্রং। কুবিত্তস্মা অসতি নো ভরায় ন সুস্বিমিংদ্রোঽবসে মৃধাতি ॥৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬ম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের—৯ ॥)

(১১) গৃৎসমদঃ—অধ্বর্যবঃ পয়সোধর্যথা গোঃ সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিংদ্রং। বেদাহমস্য নিভৃতং ম এতদ্দিৎসংতং ভূয়ো যজতশ্চিকেত ॥১০॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ২য় মণ্ডলে ১৪শ সূক্তের ১০ ॥)

——o——

তৃতীয় অধ্যায়।

দেশ এবং লোকের বিবরণ।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ১ম ঋকে মৌজবৎ পর্ব্বতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (৭)

(৭) সোমস্যেব "মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥১॥ (ঋগ্বেদের, ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে ১ম ঋক্)

মুজবান পর্ব্বতে সোমলতা জন্মে; ইহার রস অত্যন্ত প্রীতিকর। অথর্ব্ববেদের ৫ম কাণ্ডের ২২ সূক্তের ৫ম হইতে ১৪শ ঋকে মুজবান পর্ব্বতকে জ্বরের (তক্মনের) আবাস বলা হইয়াছে; জ্বর গন্ধর মুজবান অঙ্গদ ও মগধ দেশও আছে। (৮) সম্ভবতঃ মুজবান গান্ধারের উত্তর পশ্চিমে স্থিত ছিল। যাস্ক নিরুক্তের ।৮ পাওয়া যায়—মৌজভত, মুজবতী, জাতমুজ, গণ পর্ব্বতর। জেণ্ডাভেস্তার জামারদ ইয়াস্তের প্রথম কাণ্ডের ২য় সূক্তে মজিস্বিভান (Mount Mogisisvan) নামক ৯ম পর্ব্বতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; ইহাই সম্ভবতঃ মৌজিবান পর্ব্বতের অপভ্রংশ অথবা ইরানী ভাষায় নাম।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২১ সূক্তের চতুর্থ ঋকে ইমে হিমবন্ত অর্থাৎ বরফাবৃত পর্ব্বত সমস্তের উল্লেখ আছে। (৯)

"যাহারই মহিমায় উঠিছে হিমাবৃত পর্ব্বত সকল, যাহারই মহিমায় হয়েছে সৃজিত সসাগরা রসাতল, যাহারই বাহু হয়েছে এই দেশ দেশান্তর।" ইহাতে মনে হয় আফগানিস্থানের সোলেমান পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত পর্ব্বতকেই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ডের

(৮) ঔকো অস্য মূজবন্ত—(অথর্ব্ববেদ ৫ম কাণ্ড ২২।১৪) গন্ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ। প্রৈষ্যন্, জনমিব শোবধিং তক্মানং পরি দহ্মসি ॥ (অথর্ব্ব বেদ ৫ম কাণ্ড ২২।১৪)

(৯) যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ। (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ১২১ সূক্তের ৪র্থ ঋক্)

২৪ সূক্তের ১ম শ্লকে হিমবতঃ পর্বতকে হিমালয় পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (১০)

" "হিমালয় প্রস্রবনে, সিন্ধু সম্মিলনে, জুড়াক তারা মোর হৃদয়ের জালা।"

৪। অথর্ব্ববেদের ৪র্থ কাণ্ডের ৯ম সূক্তের ৮ম শ্লকে ত্রিককুৎকে (ত্রিশিঙ্গ বিশিষ্ট) পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। (১১)

পাঞ্জাবের উত্তরে এবং কাশ্মীরের দক্ষিণাংশে ত্রিকুট দেবা নামক একটী তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত আছে। ত্রিকোটের নিম্নভাগ দিয়া চেনাব (বৈদিক অসিক্নী) প্রবাহিত হইতেছে। অথর্ব্ব বেদের ১৯ কাণ্ডের ৩৯ সূক্তের ৮ম শ্লকে হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে প্রভ্রংশন্ পর্ব্বতের নাম উল্লিখিত আছে, তথায় সর্ব্বব্যাধি বিনাশক কুষ্ঠ জন্মিত। (১২)

(৯) হিমবতঃ প্র স্রবন্তি সিন্ধৌ সমহ সংগমঃ। আপো হ মহ্যং তদ্ দেবীর্দদন্ হৃদ্যোত-ভেষজম্॥১॥

(অথর্ব্ব বেদে ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ২৪সূক্তের ১ম শ্লক্)

(১০) বর্ষিষ্ঠঃ পর্ব্বতানাং ত্রিককুন্নাম তে পিতা ॥৮॥ (অথর্ব্ব বেদের ৪।৯।৮ শ্লক্)।

(১১) যদাঞ্জনং ত্রৈককুদং জাতং হিমবতস্পরি ॥৯॥ (অথর্ব্ব বেদের ৪।৯।৯ শ্লক্)।

(১২) যত্র নাবপ্রভ্রংশনং যত্র হিমবতঃ শিরঃ। তত্রামৃতস্য চক্ষণং ততঃ কুষ্ঠো অজায়ত। (অথর্ব্ববেদের ১৯।৩৯।৮ম)

নবপ্রভ্রংশন পর্ব্বত কাশ্মীরের নৌবন্ধন পর্ব্বত। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হওয়াতে মনু এইস্থানে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন।

নদী।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৫০ সূক্তে নদী স্তুতি আছে; ইহাতে বৈদিক সময়ের পরিচিত সমস্ত নদীরই বর্ণনা আছে। তাহাদের মধ্যে সিন্ধুনদীই প্রসিদ্ধ। ইহাতে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পরুষ্ণি, অসিক্নী, মরুৎবৃধা, বিতস্তা, সুষমা, আর্য্যিকিয়া, তৃষ্টামা, সুসর্তু, ও, রসা, শ্বেত্যা, ক্রমু, গোমতী, কুভা, মেহৎনু নদীর নাম উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ সিন্ধু নদীর শাখা এবং গঙ্গার কয়েকটি শাখার নাম রহিয়াছে। (১৩)

(১৩) প্রসুব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ। প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিংন্ধুরোজসা ॥১॥ প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিন্ধো যদ্বাজাঁ অভ্যদ্রবস্তং। ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥২॥ দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনন্তং শুষ্মমুদিয়র্তি ভানুনা। অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়ঃ সিংধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ ॥৩॥ অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ। রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥৪॥ ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা। অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥৫॥ তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা। ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যা ভিরীয়সে ॥৬॥ ঋজীত্যেনী রুশতী মহিত্বা পরিজ্রয়াংসি

"হে আপগাগণ ! গাহিছে কবি যজমানের গৃহে তোমাদের মহিমা উত্তম। চলিছ তোমরা সপ্তধারা রূপে ত্রিশ্রেণী বদ্ধ হয়ে ; পরাক্রমে সিন্ধু অতুলন। যদা তুমি অন্নশালী দেশে ধাবিত হইলে, বরুণ দিলেন তব পদ সৃজিয়া। চল তুমি উচ্চ শৃঙ্গোপরি, জগতের সব নদীর শ্রেষ্ঠ তুমি। উঠিছে ধ্বনিয়া তব কোলাহল পৃথিবী হইতে গগন ভরিয়া। মহাবেগে চলিতেছে তব তরঙ্গ সঙ্কুল স্রোতরাশি। মনে হয় যেন পড়িতেছে বৃষ্টি, সঘন নিনাদে অথবা রূঢ়বে যথা উন্মত্ত বৃষভ।৩॥ ধেনু যথা হে সিন্ধু ! আনে দুগ্ধ (তার) বৎস তরে, তথা আনে অন্য নদী গর্জ্জিয়া জল তোমার তরে। রাজা রোষে যথা সৈন্যসহ যায় যুদ্ধ আক্রমিতে, তথা যাও তুমি নদী সহ সমুদ্র (সঙ্গমে)। হে গঙ্গে,যমুনে,সরস্বতী,শুতদ্রু, পয়স্বিনী স্তুতি মম লহ তোমা সবে। হে অসিক্নী, মরুৎবৃধে, বৃতাস্তা, সুষমা, আর্ষিকীয়া ! শুন মোর কথা ॥৫॥ প্রথমে মিলিলে তুমি তৃষ্টমা সহিত। পরে সঙ্গমিয়া তুমি সুসর্তু, রসা, শ্বেতী, কুভা, মেহত্নুর সঙ্গে, চল তুমি এক রথে ॥৬॥ রজত সম শুভ্র ও উজ্জ্বল তুমি হে সিন্ধু ! সব স্রোতস্বিনী হতে তুমি বলবতী, অশ্বসম দ্রুতগামী দেখিতে সুন্দরী।৭॥

ভরতে রজাংসি। অদব্ধা সিংন্ধুরপসাপপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥৭॥ স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী। উর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধিবস্তে সুভগা মধুবৃধ ॥৮॥ সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ। মহান্হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ॥৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ১—৯ ঋক্)

সিন্ধু ! আছে তব তটে বহু অশ্ব, সুরম্য রথ সুন্দর; আছে সুবাস, হিরণ্য পশুলোম তৃণরাজি ; তুমি চির যুবতী হে সুন্দরী ! তটিনী তব সদা মধু পুষ্পে আচ্ছাদিতা ।৮॥

ঋক্ বেদের অষ্টম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে সপ্ত সিন্ধুর নাম দেখিতে পাওয়া যায় । (১৪)

"কে দেবে মুক্তি মোদের বহু ক্লেশ হতে, কে বসাইবে আর্য্যগনকে সপ্ত সিন্ধু তটে। হে বীর ! দাস বধ হেতু লও অস্ত্র ভার"। জেণ্ডাভেস্তয়ে সপ্ত সিন্ধুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু, শতদ্রু, পরুস্নী, অসিক্নী, বিতস্তা, বিপথ এবং কুভা নদীদিগকে সপ্ত সিন্ধু বলা হইয়াছে। ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সুক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে তৃষ্টমা, সুশর্তু, রসা, শ্বেতী, ক্রমু গোমতী, কুভা উত্তর পশ্চিম অর্থাৎ কাবুল প্রদেশ হইতে আসিয়া শাখা রূপে সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। ৫ম ঋকে যে সমস্ত নদী পূর্ব্ব দেশ হইতে সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে তাহাদের ও নাম উল্লিখিত আছে। যথা সরস্বতী, শতদ্রু, পরষ্ণি, অসিক্নী, বিতস্তা, সুষমা ও আর্য্যকিয়া। পূর্ব্বগামী নদীর নাম দেওয়া হইয়াছে গঙ্গা এবং যমুনা ; অর্থাৎ কবি সোলেমান পর্ব্বত হইতে বঙ্গোপ-সাগর পর্য্যন্ত ত্রিশ্রেণী নদীর শাখা সমূহ দক্ষিণ পশ্চিমগামী এবং উত্তর পশ্চিমগামী নদীর নাম দিয়াছেন। পূর্ব্ব-দক্ষিণ গামী নদী গঙ্গা। ঋগ্বেদে তিন স্থানে গঙ্গার নাম উল্লিখিত

(১৪) য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্যো বার্য্যাত্সপ্ত সিংধুষু। বধর্দাসস্য তুবি নৃমণ নীনমঃ ॥২৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ২৭শ্লোক)

আছে।' আপয়া ভাবে তৃতীয় মণ্ডলে ২৩ সূক্তের ৪র্থ ঋকে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ৪৫ সূক্তের ৩১ ঋকে গঙ্গা ভাবে। এবং ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ৫ম ঋকে গঙ্গা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গঙ্গা নদীর বিবরণ দেওয়া বৃথা ; তবে ইহা পূর্ব্বে ভাগলপুরের নিকট সমুদ্রে পতিত হইত।

যমুনা—যমুনা ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ১৭ ঋকে, ৭ম মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১৯ ঋকে, ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ৫ম ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ৪র্থ কাণ্ডের ৯০ সূক্তের ১০ম ঋকে পাওয়া যায়। (১৫)

শ্রাবস্থ বলিতেছেন, "আমি যমুনা পুলিনে লভি যেন গব্য অশ্ব ধন।"

(১৫) দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥৪॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৩য় মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ৪ ঋক্)

অধি বৃবুঃ পানীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্ধন্নস্থাৎ। উরুঃ কক্ষো ন গাংগ্য ॥৩১॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৩১ ঋক)।

যমুনামধি শ্রুতমুদ্রাধো গব্যং মৃজে নি রাধো অশ্ব্যং মৃজে ॥১৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ৫ম মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ১৭ ঋক্)

আবিদংদ্রং যমুনা তৃৎসবশ্চ প্রাত্র ভেদং সর্ব্বতো মুষায়ৎ ॥১৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৭ম, ম. ১৮ সূ ১৯ ঋক্)

যদি বাসি ত্রৈককুদং যদি যামুনমুচ্যসে ॥১০॥ (অথর্ব্ব সংহিতার ৪র্থ কাণ্ডের ১০ম সূক্তের ১০ ঋকে)।

সরযু—উত্তা সদ্য আর্যা সরয়োরিন্দ্র পারত অর্ণা চিত্ররথাবধীঃ ॥১৮॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ৪ম, ৩০ সূক্ত, ১৮ ঋক্)।

যমুনা তীরে সুদাস ত্রিৎসুপ সাহায্যে ভ্রেদাকে ধ্বংশ করিয়াছিল।
"সরযু নদী তটে ইন্দ্র তুমি বধিছিলে আর্য্য অর্ণ, চিত্ররথ।" (১৬)
ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই সঙ্গীত রচক বামদেবের সময় সরযু নদী তীরে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ করিতেন। যুদ্ধ করিয়া আর্য্য অর্ণ চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলেন, এবং তুর্ব্বশু ও যদুবংশোদ্ভূত লোকগণ ওই সরযু-তটে বাস করিতেন।

সরযুকে জলপূর্ণ নদী বলা হইয়াছে, এবং রসা, অনিতভা, কুভা এবং সিন্ধুর নাম ঐ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। জেণ্ডা-ভেষ্টার (ভেন্দাদ ১,৩০ করেভা) সরযু নদীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হারনীরাজ দারিয়ার তাহাশ ভিষ্টার্ণের শিলা লিপিতে ঐরাবৎ অর্থাৎ সরযু দেশের নাম করিয়াছেন। "না পারে রোধিতে তব পদ হে মরুত! রসা, অনিতভা, কুভা, সিন্ধু ; না পারে বাধিতে তোমায় জলময়ী সরযু। তব আগমনে সদা সুখী মোরা।" (১৭) (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৫ম ৫৩ সু, ৯ ঋক্) ১০ম মণ্ডলের ৬৪ সূক্তের ৯ম ঋকে সরযুকে স্রোতস্বিনী সুমধুর এবং পুষ্টিকারক তরঙ্গিনী বলা হইয়াছে, এবং সরস্বতী ও সিন্ধুকে ঐ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

(১৬) উত ত্যা তুর্ব্বশায়দূ অস্নাতারা শচীপতিঃ। ইন্দ্রো বিদ্বা অপারয়ৎ ॥৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ৪ম, ৩০সূ, ১৭ ঋক্)

(১৭) ৫ম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৯ ঋকে, মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিংধুর্নি রীরমৎ। মা বঃ পরিষ্ঠ্যাৎ সরযুঃ পুরীষিণ্যস্মে ইৎসুম্নমস্তু বঃ ॥৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৫ম, ৫৩সূ, ৯ ঋক্)

"ঊর্ম্মিময়ী মহানদী সরস্বতী, সরয়ু, সিন্ধু করুক মোদের রক্ষা।। হে জলদায়িনী মাতা! দেহ মোদের ঘৃততুল্য (পুষ্টিক) সুমধুর পানি।" (৮) শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা এই সরযু নদীতটে অবস্থিত ছিল, ইহার বর্ত্তমান নাম গর্ঘ (Ghogra); যমুনা সরযু গঙ্গা নদীর শাখা।

সিন্ধুনদীর শাখা—সিন্ধুর নাম ঋগ্বেদের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ১০ম মণ্ডলের ৭৫সূক্তে সিন্ধু নদীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯ম মণ্ডলের ৯৭ সূক্তের ৪৫ ঋকে, ৭ম মণ্ডলে ৯৫ সূক্তের ১ম ঋক্, ৮ম মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ১৮ ঋকে ইহাকে বহিষ্ঠাক, নদীনাং বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে ১৪১ যায়গায় ইহার নাম উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের সিন্ধুই উৎকৃষ্ট নদী, ইহার সমুদ্র সঙ্গম পর্য্যন্ত ঋষিরা পরিচিত ছিলেন।

স্বরস্বতী—সরস্বতী আর্য্যদের পুণ্যশালিনী নদী। ভরদ্বাজ ঋষি ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তে ইহার স্তুতি গান করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন

(১৮) সরস্বতী সরয়ু সিংধুরূর্মিভির্মহো মহীরবসা য স্তু বক্ষণীঃ। দেবীরাপো মাতরঃ সুদয়িৎন্বো ঘৃতবৎপয়ো মধুমন্নো অর্চ্চত ॥৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম ৬৪সূ; ৯ঋক্)।

(১৯) ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখ ইবারুজৎসানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ। পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥২॥ সরস্বতি দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ। উত ক্ষিতিভ্যোহবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥৩॥ প্রণো দেবী সরস্বতী

"উর্ম্মিময়ী বেগবতী ভাঙ্গ তুমি সবেগে পর্ব্বতশিখর, উত্তলে অক্লেশে যথা বলবান কমলের মূল। রক্ষা করিবারে উভয় নদীতট পূজিমোরা-সদা দেবী সরস্বতী। বধ তুমি মায়াবলে তব নিন্দুক মায়াবী বৃশয় পুত্র। হে অন্ন, ভূমি, বারিদায়িনী সরস্বতী! তোমায় নমস্কার। রক্ষ মোদের সরস্বতী! দেহ মোরে অন্ন ধন। পুরাও মোদের বাসনা হৃদয়ের।৪। দেবী সরস্বতী ডাকিলে তোমায় ইন্দ্র তুল্য পূজ্য করি, দেহ ধন তারে যবে সে যায় ধন লাভার্থ যুদ্ধ করিবারে। হে অন্ন দায়িনী দেবী সরস্বতী দেহ মোদের অন্ন ধন, পূষা যথা দেয় মোদের।৫। ঘোরা হিরন্ময়ী দীপ্তা দেবী সরস্বতী!

বাজেভিবাজিনীবতী। ধী নামবিত্র্যা বতু ॥৫॥ যস্ত্বা দেবি সরস্বত্যপক্রোত ধসহিতে। ইন্দ্রং ন বৃত্রতুর্যে ॥৫॥ ত্বং দেবি সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি। রদা পুষেব নঃ সানম্ ॥৬॥ উতস্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ। বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিং ॥৭॥ যস্যা অনংন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ। অমশ্চরতি রোরুংকব ॥৮॥ সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৃরণ্যা ঋতাবরী। অতন্নহেব সূর্য্যঃ ॥৯॥ উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥১০॥ আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্। সরস্বতী নিদস্পাতু ॥১১॥ ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী। বাজে বাজে হব্যা ভূৎ ॥১২॥ প্রসে যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা। অপসাম পস্তমা রথ ইব বৃহতী বিভবনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী ॥১৩॥ সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মান আধক্। জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম ॥১৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬ম ১৬, সূ২—১৪ ঋক্)

তুমি প্রতিবন্ধক বিনাশিনী, তুমি মোদের সদা আরাধ্যা হে দেবী।৭। অনন্ত ঊর্ম্মিময়ী বেগবতী! ভীমনাদে হুঙ্কারিছ তুমি।৮। সূর্য্য সম বিনাশ মোদের অরাতিবৃন্দে, তব স্বসা সহ সদারত মোদের নিকটে।৯। সব প্রিয় নদী হতে প্রিয়তরা তুমি, তব সপ্তস্বসা সহ সদা মোদের সুখ অভিলাসিনী, তুমি মোদের সদা আরাধ্যা হে দেবী।১০। তব জল কলরব নিনাদে পৃথিবী অন্তরীক্ষে, রক্ষ মোদের নিন্দুক হইতে।১১। ত্রি-ধারায় চলিছ তুমি সপ্ত স্বসা সহ। সদা রক্ষ তুমি পঞ্চ জাতির সমৃদ্ধ দায়িনী? প্রতি যুদ্ধে আরাধ্যা হে তুমি।১২। সব (নদী) হতে গারীয়সী তুমি নিজ মহিমায়, সব স্রোতবতী হতে বেগবতী তুমি, রণে রথ যথা রথযাত্রা। জ্ঞানীগণ সদা তোমা করে স্তুতি।১৩। সরস্বতী দাও মোদের অন্ন অর্থ ধন, অবজ্ঞা কর না মোদের, দিও মোদের সদা তব পয় সম পানি। জলপ্লাবন দ্বারা করো না মোদের উৎপীড়ন, সদা থাকি যেন হেথা, নাহি যেন যেতে হয় অপকৃষ্ট স্থানে"।১৪।

৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ও ৯৬ সূক্তে সরস্বতীর স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বৎ অর্থাৎ জলপূর্ণ এবং সরস্বতী নামে ঋগ্বেদে ৪০বার উল্লেখ আছে। সরস্বতী নদী আম্বলো জেলার উত্তরাংশে নাহং ষ্ট্রেটের শিরমূল পর্ব্বতমালায় উৎপন্ন হইয়া সদামুদ্রী স্থানে প্রতিত হয়। সদামুদ্রী হিন্দুদের পবিত্র স্থান। কয়েক মাইল নদী স্রোতবতী থাকিয়া ইহা বালু ভূমিতে অন্তর্হিত হয়। এবং ৩ মাইল এই রকম আসিয়া পুনর্ব্বার

ভবস্তপুরে নদীমুখে বহির্গত হয়। বল্‌চ পুরে পুনর্ব্বার বালুর ভিতর অন্তর্হিত হয় এবং কিছু সময় পরে পুনর্ব্বার দৃশ্যমান হইয়া পশ্চিম দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং কর্ণাল পার হইয়া পাতিয়ালার রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবশেষে ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। ঘর্ঘরা এবং সরস্বতী সিন্ধু নদীতে পতিত হইত। বহু কাল হইতে ইহা মরুভূমিতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু এই নদীর বিছানা (River Bed) সিন্ধু নদীর সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। জেণ্ডাভেস্তায় হীরাবতী অর্থাৎ সরস্বতীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে এবং পুরাণে সরস্বতী বিনাশন আছে। যে স্থানে সরস্বতী বালুকা সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাকে বিনশন বলা হয়।

দৃশদ্বতী—দৃশদ্বতী ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ৪র্থ ঋকে পাওয়া যায়। দৃষদ্বতী সরস্বতীর পূর্ব্বদিকে সমতল ভাবে প্রবাহিত হইয়া ঘর্ঘরা নদীতে অন্তঃসিলা হইয়াছে।

শতদ্রু—শতদ্রু পঞ্চনদের একটা প্রধান নদী এবং সিন্ধু নদীর প্রধান শাখা। ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলে ৩৬ সূক্তে ভারতীয় যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের ইহার একটী বিখ্যাত স্তুতি আছে।

"পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে হয়ে প্রবাহিত চলিছে বেগে বিপাশ, শতুদ্রু সাগর সঙ্গমে, যথা ছুটে মন্দুরাবিমুক্ত ঘোটক, অথবা

(২০) প্র পর্ব্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে। গাবেব শুভ্রে-মাতরা রিহাণে বিপাট্‌ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে ॥১॥ ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ। সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে ॥২॥ অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাময়াসং বিপাশমুর্বীং সুভগা-

ধেনু ধায় যথা বৎস্য লেহলিতে।১। চলিছ তোমরা সবেগে, যথা চলে দ্রুত রথ; তোমাদের উভয়ের ঊর্ম্মি সব হইয়া মিশ্রিত, চলিছ সমুদ্র সঙ্গমে।২। হয়েছি আগত মাতৃ সম্ম শতদ্রু সন্নিধে, এসেছি সুভগা বিপাশার কাছে। চলিছে ইহারা সাম্মিলিত হয়ে যথা ধায় গো তার বৎস লেহনিতে।৩। চলিছ মোরা হয়ে জলে পরিপূর্ণ মোদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে, কে পারে মগন্ম। বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে সমানং যেনিমন্থু সঞ্চরংন্তী ॥৩॥ এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ। ন বর্ত্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ কিংযুর্বিপ্রোনদ্যো জোহবীতি ॥৪॥ রমধ্বং মে বচসে সোম্যায় ঋতা বরীরূপ মুহূর্ত্তমেবৈঃ। প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষাবস্যুরহেব কুশিকস্য সূনুঃ ॥৫॥ ইন্দ্রো অস্মা অরদদ্বজ্রবাহুর পাহন্বত্রং পরিধিং নদীনাং। দেবোহনয়ৎ সবিতা সুপানিস্তস্য বয়ং ঐসবে যম উর্ব্বীঃ ॥৬॥ প্রবাচ্যং শশ্বধা বীর্য্যং তদিন্দ্রস্য কর্ম্ম যদহিং বিবৃশ্চত। বি বজ্রেন পরিষদো জঘানায়ন্নাপোহয় নমিচ্ছ মানাঃ ॥৭॥ এতদ্বচো জরিতর্মাপি মৃষ্ঠা আ যত্তে ঘোষানুত্তরা যুগানি। উক্‌থেষু কারো প্রতি নো জুষস্ব মা নো নি কঃ পুরুষত্রা নমস্তে ॥৮॥ ও যু স্বসারঃ কারবে শৃণোত যযৌ বো দূরাদনসা রথেন। নি যু নমধ্বং ভবতা সুপারা অধোঅক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ ॥৯॥ আ তে কারো শৃণ বামা বচাংসি যযাথ দূরাদনসা রথেন। নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা মর্য্যাযেব কন্যা শশ্বচৈ তে ॥১০॥ যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেয়ুর্গব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ। অর্ষাদহ প্রসবঃ সর্গতক্ত আ বো বৃণে সুমতিং যজ্ঞিয়ানাং ॥১১॥ আতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাং। প্র পিন্বধ্বমিষয়ন্তীঃ সুরাধা আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভং ॥১২॥ উদ্ধ ঊর্ম্মিঃ শম্যাহন্ত্বাপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত। মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনমাঘ্ন্যৌ শূনমারতাং ॥১৩॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৩ম, ৩৩সূ. ১—১৩ ঋক্)

নিবারিতে ইহা। কিসের তরে হে বিপ্র! ডাকিছ তবে এ নদী গণে।৪। মুহূর্ত্ত তরে হইয়ে বিরত শুন মোর হিতবাণী। কুশিক তনয় আমি, লভিবারে প্রসাদ তোমাদের, করিতেছি স্তুতি আমি॥৫॥ বজ্রবাহু ইন্দ্র গড়িয়া দিয়াছেন আমাদেরই পদ,বৃত্ত রোধিছিল মোদের স্রোত ইন্দ্র বিনাশিবার তরে, সবিতা দিয়েছেন মোদের সুপেয় পানি, হয়ে মোরা জলে পরিপূর্ণ চলি মোরা স্ফীত হয়ে॥৬॥ ইন্দ্রের সেই অহি বধ, মহাবীর কর্ম্ম, সদা প্রশংসিত। বজ্র দ্বারা বিনাশিল ইন্দ্র, করেছিল জল অবরোধ যারা॥৭॥ ভুলিও না বাক্য তব হে কবি। ভবিষ্যতে তব কথা ঘোষিবে মানবে। স্তুতি বাক্যে ভক্ত মোদের হে কবি! করিও না মোদের নীচ মানব মণ্ডলে॥৮॥ শুন মম স্বসাগণ! আসিয়াছি দূরদেশ হতে আমি এই রথে। জল তব হউক এই রথচক্র নীচ, যেন আমি পার হতে পারি সুখে॥৯॥ শুনিয়াছি মোরা তোমার প্রার্থনা; আসিয়াছ তুমি দূর হতে অশ্ব রথ লয়ে; অনুগত মোরা যথা মাতা হয় নত দিতে স্তন তাহার শিশুকে, অথবা প্রেমিকা প্রেম আলিঙ্গনে; চলে যাও হে কবি তব অশ্ব রথ নিয়ে॥১০॥ চলি গেল ভরত সৈন্য ওপার তোমাদেরি কূলে, স্রোতবতী বেগে হে আপগা হও স্রোতবতী তরঙ্গিনী, চলে যাব দ্রুত মোরা মাগি তোমাদের এই প্রার্থনা সদা পূজ্য তোমরা॥১১॥ লভিবারে গো ধন হইয়াছে ভারতগণ তব নদী পার গাহিতেছে কবি তব স্তুতি গান। হও তরঙ্গময়ী তটিনী, তব হউক অন্নপূর্ণা, হও জলপ্লুতা যাও দ্রুতগামী॥১২॥ ঊর্ম্মি তব

হউক অনন্ত যে পারে জল না স্পর্শিতে রথ যুগ রথ রজু, এই অনিন্দনীয় বৃষ দুটী যেন না হয় বিনষ্ট ॥১৩॥ (২০)

শতদ্রুর বর্ত্তমান নাম সাতলাজ বিপাশ নদী ঋগ্বেদের ৪ মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ১ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় বিপাশ শতদ্রু নদীর উত্তর পশ্চিমাংশের শাখা। বিপাশের আধুনিক নাম বিয়াস।

পরুষ্ণী—পরুষ্ণীকে ঋগ্বেদের ৮ মণ্ডলের ৭৪ সূক্তের ১৫ ঋকে মহানদী অর্থাৎ মহা নদী বলা হইয়াছে। পরুষ্ণীর নাম পরে ইরাবতী হয় এবং বর্ত্তমানে রাভী।

অসিকীন - ঋগ্বেদের ৮মণ্ডলের ২০ সূক্তের ২৫ ঋকে পাওয়া যায়। অসিকীনি পরে চন্দ্রভাগা নামে পরিচিত, বর্ত্তমানে ইহার নাম চেনাব।

বিতস্তা—বিতস্তা নাম ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে ভিন্ন ঋগ্বেদের অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিতস্তার বর্ত্তমান নাম চেনা।

মরুৎবৃধা—অসিকিনী এবং বিতস্তার সঙ্গম স্থল হইতে সিন্ধু নদী মিলন পর্য্যন্ত মরুৎবৃধা বলা হয়।

সুষমা...সুষমা সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে, ইহার বর্ত্তমান নাম সুবর্ণ অথবা সোয়ন।

সুবস্ত...সুবস্ত নদী কুভা অথবা কাবুল নদীতে মিলিত হইয়া সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে।

শ্বেতী...শ্বেতীর বর্ত্তমান নাম ছোয়াট (Swat)। ইহা কাবুল নদীতে পতিত হইয়াছে।

কুভা...কুভা ৫মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৯ম ঋকে পাওয়া যায়। কুভার বর্ত্তমান নাম কাবুল নদী।

ক্রুমু এবং গোমতী—৮ম মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ৩০ ঋকে গোমতীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গোমতীর বর্ত্তমান নাম গোমাল (Gomal); ইহা সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। ক্রুমুর বর্ত্তমান নাম কুরম (Kuram), রসা (Oxas)

দেশ।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের ৭ম ঋকে সিন্ধু দেশের নাম আছে। ঐ সূক্তের ৭ম ঋকে গান্ধারী দেশের নাম আছে। কবি বলিতেছেন—"আমি গান্ধারী দেশী মেষীসম, লোম পরিপূর্ণা ও পূর্ণ অবয়বা"।(২১)

৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৪ ঋকে কিকর দেশের নাম আছে এবং সেই নীচ জাতীয় লোকদের ধন পাইবার জন্য আর্য্যেরা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হইতেছে। (২২)

(২১) সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গংধারীণামিবাবিকা ॥৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম, ১২৬সূ, ৭ম ঋক্)

(২২) কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মং। আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদো নৈচাশাখং মঘবন্রন্ধয়া নঃ ॥১৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৩য় ম, ৫৩সূ, ১৪ঋক্)

ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ২য় ঋকে পুর অর্থাৎ পুরী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ৭ম মণ্ডলের ৬ষ্ঠ সূক্তের ৫ম ঋকে দেহি শব্দ পাওয়া যায়। দেহি শব্দ অর্থে প্রাচীর বেষ্টিত এবং অস্ত্র দ্বারা রক্ষিত যায়গা বুঝায়। ১ম মণ্ডলের ৫১ সূক্তের ৯ম ঋকে সন্দিহ শব্দ পাওয়া যায়। সন্দিহ শব্দে প্রাচীর বেষ্টিত জনপদ বুঝায়। অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ২০ সূক্তের ৩য় ঋকে গ্রাম শব্দ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ৫ম ঋকে হরিউপীয়া নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে ইহা ইউরোপ কল্পনা করেন। (২৩)

জাতি।

আর্য্য এবং দাস জাতির উল্লেখ অনেক ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম, ১৩৩সূ, ৫ম ঋক এবং ১ম ১২সূ, ৮ম ঋক; ২য়ম, ২৪সূ, ৩য় ঋকং; ৭ম, ৯৩ সূক্ত, ৫ম ঋক্; ১০মম, ৪২সূ, ৪র্থ ঋক, ঋগ্বেদে পঞ্চমানুষা, ৮ম মণ্ডলের ৯ম সূক্তেরে ২য় ঋক্। পঞ্চজনাঃ ৫ম, ৩৭ সূক্ত ৯ন ঋক; ৩য় ম, ৫৯সূ, ৮ম ঋক; ৬ষ্ঠ ম, ১১সূ, ৪র্থ ঋক; ৮ম,ম, ৩২সূ, ২২ ঋক; ৯ম ম, ৬৫ সূক্ত; ২৩ ঋক; ১ম ম, ৭ম সূ, ৯ম ঋক; ১ম ১৭৬ সূ, ৩য় ঋক্ ৫ম ম, ৩৫সূ, ৭ম ঋক্, ৭ম, ৭৪ সূ ৪র্থ ঋক্; ৭ম ম,

(২৩) বৃচীবন্তো যদ্ধরিধুপীয়ায়াং ইৎপূর্ব্বে অর্ধে ভিয়সা। পরো দর্ত্ত ॥৫॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬ম, ২৭সূ, ৫ম ঋকে)

৭স্ত সূ ১ম ঋকে। অথর্ব্ববেদের ৩য় কাণ্ডের ২১ সূক্তের ৫ম ঋক্ এবং ২৪ ঋক্। ২২ কাণ্ডের ১ম সূক্তের ১৫ ঋক্ পঞ্চ মানবা বলা হইয়াছে। এই পঞ্চ মানবে তুর্ব্বশ, যদু, অনু, দ্রুহ্যু, এবং কুরুবংশজাত লোকদিগেক বলা হইয়াছে। তুর্ব্বশ এবং যদু ১ম মণ্ডলের ৩৬ সূক্তের ১৮ ঋকে ১ম মণ্ডলের ৫৪ সূক্তের ৬ ঋকে; ১ম মণ্ডলে ১৭৪ সূক্তের ৯ম ঋকে ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ১৬ ঋকে,৫ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ৮ম ঋকে ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২০ সূক্তের ১২ ঋকে ৮ম মণ্ডলে ৪র্থ সূক্তের ৭ম ঋকে কুর্ব্বশ এবং যদু এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। অনু,— ১ম মণ্ডলের ১০৮ম সূক্তের ৮ম ঋক্ ৫ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ৪র্থ ঋক্; ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ৯ম ঋক্; ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ১২ ঋক্; ৮মমণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ১ম ঋক্; ১০মমণ্ডলের ৪৯ সূক্তের ৫ম ঋকে। দ্রুহ্যু—১ম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তের ৮ম ঋক্; ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৬ সূক্তের ৮ম ঋক্ ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ৫ম ঋক্। কুরু—১ম মণ্ডলের ৩৬ সূক্তের ১ম ঋক্; ১ম মণ্ডলের ৫৯ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋক্; ১ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ৭ম ঋক্; ১ম মণ্ডলে ১০৮ সূক্তের ৮ম ঋক্; ১ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে ৫ম ঋক্; ১মমণ্ডলের ১৩০ সূক্তের ৭ম ঋক্; ১মমণ্ডলের ১৩১ সূক্তের ৪র্থ ঋক্; ৪র্থ মণ্ডলের ২১ সূক্তের ১০ম ঋক্; ৭ম মণ্ডলের ৫ম সূক্তের ৩০ ঋক্; ৭ম মণ্ডলের ৮ম সূক্তের ৪র্থ ঋক্; ৮ম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋক্, ১০ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ১ম ঋক্।

যাদব—৮ম মণ্ডলের ১ম সূক্তের ৩১ ঋক্ ; ৮ম মণ্ডলের ৬ষ্ঠ সূক্তের ৮ম ঋক্। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১১ ঋকে নহুষ বিশ্‌পতি বলা হইয়াছে। ১০ম মণ্ডলের ৮০ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে নহুষ ও জাতির কথা উল্লিখিত আছে। ১ম মণ্ডলের ১০০ সূক্তের ১৮শ ঋকে ; ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ,ম ঋকে এবং ৭ম মণ্ডলের ,১৮শ সূক্তের ৫ম ঋকে নহুষ ও ভরতের একত্রে দলবদ্ধ হইয়া দাস দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। রুশম জনপদের নাম ৫ম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ১২কে পাওয়া যায়। ২৪ বভ্রু ঋষি বলিতেছেন প্রিয়া রুশমগণ হে অগ্নি চারি সহস্র ধেনু আমায় করিয়াছে মহা উপকার।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৫ম সূক্তের ৩৬ এবং ৩৯ ঋকে চেদিদের এবং চেদিবংশীয় বসুরাজার নাম উল্লেখ আছে। এই আশ্বিনৃ দাও মোরে গো, অশ্ব, ধন, যথা দিয়াছিলে মোরে শত উষ্ট্র দশ সহস্র গো চেদিরাজ বসু। (২৫)

—ইয়ক্ষু—ইয়ক্ষু অর্থাৎ আকস্কাছ (Oxas) দেশীয় লোকের নাম। ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ৬ষ্ঠ এবং; ১৯ ঋকে পাওয়া যায়। (২৬)

ভদ্রমিদং রুশমা অগ্নে অক্রন্ গবাং চত্বারি দদতঃ সহস্রনা ॥১২॥ (ঋগ্বেদ সংহিতা ৫ম মং ৩০ সূ, ১২ ঋক)

(২৫) তা মে অশ্বিনা মনীশাং বিত্তাং নবানাং। যথা চিচ্চৈদ্যঃ কশু শতমুষ্ট্রানাং দদৎস্ব সহস্রা দশ গোনাং ॥৩৭॥ (ঋগ্বেদসংহিতায় ৮ম ম, ৫ম সূ, ৩৬ ঋক্)

ঐ ঋকে অজ, শিগ্রু ইহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শণ্ডিকা ২য় মণ্ডলের ৪০ সূক্তের ৮ম ঋকে; কুরুক্ষ, ৮ম ম, ৪৬ সূক্তে, ৩২ ঋকে, বেতাসু ৬ষ্ঠ ম, ২০ সূক্তে, ৮ম ঋকে, এবং ১০ম, ৪র্থ ঋকে পাওয়া যায়।

পণিদের নাম অনেক ঋকে পাওয়া যায়। ৪র্থ ম, ২৫ সূ, ৫ম ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় যে পণিকগণ অত্যন্ত ধনী কিন্তু কৃপণ। ৫ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ৭ম ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় যে পণিকরা অত্যন্ত পরের ধনে লোভী। ইহাদের প্রবল ধনাকাঙ্ক্ষা ১ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়, ইহারা আর্য্যধর্ম্মে বিশ্বাস করিত না। ১০ম, ১৫১ সূ, ৮ম ঋকে পণিকেরা শেষে বণিক হয়; অনেকে অনুমান করেন যে এই ব্যবসায়ী বনিকেরা মেসোপোটামিয়ান দেশের ফোনেসিয়ানস্ ভিন্ন আর কেহই নয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে বণিক বলা হইয়াছে এবং বাণিজ্য লাভার্থ ইন্দ্রকে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

"স্তুতি আমি ইন্দ্রবণিককে, এস মোদের কাছে হও মোদের নেতা, কর অরাতি বিনাশ দস্যু হিংস্র জন্তু সব, দাও আমায় ধন প্রতুল।" (২৭) দাস এবং দস্যু কৃষ্ণত্বক্ বিশিষ্ট ছিল। ১ম

(২৬) পুরোলা ইত্তুর্বশো যক্ষুরাসীদ্রায়ে মৎস্যাসো নিশিতা অপীব। শ্রুষ্টিং চক্রুর্ভৃগবো দ্রুহ্যবশ্চ সখা সখায়মতরদ্বিষূচোঃ ॥৬॥ অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ বলিং শীর্ষাণি জভ্রুরশ্ব্যানি ॥১৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৭ম, ম. ১৮শ সূক্তের ৬ষ্ঠ এবং ১৯শ ঋক্)

(২৭) ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি সন ঐতু পুরএতা নো অস্তু। নুদন্নরাতিং

মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ১ম ঋক্, ১ম মণ্ডলের ১৩০ সূক্তের ৮ম ঋক্, ২য় মণ্ডলের ২০ সূক্তের ৭ম ঋক্, ৪র্থ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ১ ঋক্, ৫ম মণ্ডলের ২৯ সূক্তের ১০ম ঋক্, ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ২১ ঋক্, ৭ম মণ্ডলের ৫স সূক্তের ৩য় ঋক্। দাস এবং দস্যুরা আর্য্যদের শত্রু ছিল এবং তাহাদের ধর্ম্ম এবং দেবতায় তাহাদেরই কোন্ বিশ্বাস ছিল না। ১ম মণ্ডলের ৩ সূক্তের ৪র্থ এবং ৫ম ঋক্, ৪র্থ মণ্ডলের ১৬শ সূক্তের ৯ম ঋক্, ৫ম মণ্ডলের ৭ম সূক্তের ১০ম ঋক্, ৫ম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের ৯ম ঋক্, ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ১৪শ সূক্তের ৩য় ঋক্, ৮ম মণ্ডলের ৯ সূক্তের ১০ম ঋক্,৮ম মণ্ডলের ১৪শ সূক্তের ১৪ ঋক্,১০ম মণ্ডলের ১১সূক্তের ৭ম, ৮ম সূক্। আর্য গণ যে শুধু অনার্য্য দস্যুর সঙ্গেই যুদ্ধ করিত তাহা নহে আর্য্যের সহিতও যুদ্ধ করিত। ঋগেদের ১ম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের ৫ম ঋক্, ২য় মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ১৪শ ঋক্ ৮ম মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ২৯ ঋক্ ; ১০ মণ্ডলের ৩৮ সূক্তের ৩য় ঋক্।

পরিপন্থিনং মৃগংস ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্। (অথদর্ব্ববেদ সংহিতায় ৩য় কাণ্ডের ১৫শ সূক্তের ১ম ঋক্)

ঋতু।

বোধ হয় শরৎকালে বৎসর আরম্ভ হইত এবং তখন তিন ঋতু বর্ত্তমান ছিল। শরৎ; হেমন্ত এবং বসন্ত; এবং লোকের লোকের আয়ু ১০০ শত বৎসরই আশাতীত ছিল। (২৮) ১০ম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ৪ ঋকে হিমাবৃত পর্ব্বতের কথা আছে, ইহাতে মনে হয় যে আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন যে স্থানে শীতকালে তুষার পতিত হইত। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের ১০ম ঋকে লিখিত আছে যে শীতকালে অরণ্যের সকল পত্র নষ্ট হয়; ইহা শীত প্রধান দেশের একটী বিশেষ লক্ষণ। ৭ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তের ৯ম ঋকে লিখিত আছে যে বর্ষার সময় বৎসর আরম্ভ হয় এবং বর্ষা আগত হইলে পর গ্রীষ্মতাপে ক্লিষ্ট মণ্ডুকগণ গর্ত্ত হইতে নির্গত হয়। (২৯)

গ্রীষ্মপ্রধান্য পঞ্চনদের লক্ষণ। গ্রীষ্মের শেষে ভীম মেঘ নিনাদ এবং বজ্রপাতের সহিত যে বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহা ৫ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "গাও স্তুতি পার্য্যণ্যের, গাও তার আগমন বার্ত্তা; গর্জ্জিয়া বৃষসম আসিছে পর্য্যণ্য সঞ্চারিতে বৃষ্টি দ্বারা ওষধি জীবন। হইতেছে বৃক্ষ ধ্বংশ,

(২৮) শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তং তাঙ্কুতমু বসন্তান্ ॥৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ১৬১ সূক্তের ৪র্থ ঋক্).

(২৯) সংবৎসরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং তপ্তা ঘর্ম্মা অশ্নুবতে বিসর্গং ॥৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৭ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তের ৯ম ঋক্)

মরিতেছে রাক্ষসগণ সবলে ডরায় সবে। অশনি নিপাতে করিছে পর্য্যণ্য দুষ্টের বিনাশ, সাধুও পালায় তাহার নিকট হতে। রথী যথা করি অশ্বে কশাঘাত যায় উত্তেজিয়া যুদ্ধ করিবারে। যবে আসে পার্য্যণ্যদেব, বহে বার্ত্তা ভীমপ্রভঞ্জনে, উজলে গগন বিদ্যুৎ স্ফুরণে, পরে বারিধারা, হয় অঙ্কুরিত ওষধি সকল, হয় সঞ্জীবিত জীবগণ। পর্য্যণ্য তব আগমনে হয় পৃথিবী শোভিতা শ্যামল বরনে, পুষ্ট হয় ওধধি ও পশুগণ, তুমি আমাদের বড় উপকারী। আন পাণি স্বর্গ হতে, পরুক বৃষ্টি ধারা পাতে, আস হেথা বজ্রনিনাদ সনে তুমি মোদের পিতা পানিদাতা সবিতা ॥৬॥ গর্জ্জ ভীমনাদে, বারি প্রপাতে কর জীব বীজ দান, হয়ে বারি পূর্ণ হউক পৃথিবী উচ্চ নীচ সবই সমান ॥৮॥ উত্তল তব মহাকোষ, পরুক বারিধারা চলুক নদী মহাবেগে, হউক পৃথিবী অন্তরীক্ষ সিক্ত, যেন খেতে পায় ধেনুগণ পৃথিবী জল ॥৮॥ যবে তুমি ভীমগর্জ্জে হে পর্য্যাণ্য ? মিথিয়া মেঘ কর বারি দান, হয় যেন বিপুল বিশ্ব আনন্দে বিভোর। তুমি করিয়াছ প্রচুর বৃষ্টি দান, ক্ষান্ত হয় এখন। হইয়াছে মরুস্থল ভ্রম উপযোগী, জন্মিয়াছে ওষধি মোদের ভোজন লাগিয়া হে পর্য্যাণ্য! তুমি নমস্য মোদের।”

বর্ষার প্রারম্ভ অর্থাৎ আষাঢ় মাসে ভীম মেঘগর্জ্জন, প্রবল

৩০ আ নো ভর ব্যংজনং গামশ্বমভ্যং জনং। সচা মনা হিরণ্যয়া ॥২॥
(ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৭৮ সূক্তের ২য় ঋক্)

প্রভঞ্জন, বিদ্যুতের প্রভা এবং অশনি নিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বারি-ধারা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৭ম সূক্তের ৮ম ঋকে, ১ম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের ৫ম ঋক্ এবং ১ম মণ্ডলের ১৮০ সূক্তের ৮ম ঋকে বর্ণিত হইয়াছে।

ধাতু।

স্বর্ণ (হিরণয়্য) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭১ সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়। সোণার খনি (হিরণ্য বর্ত্তনী) ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ১৮শ ঋকে এবং ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৭ম ঋকে পাওয়া যায়। স্বর্ণ স্থানের নাম হিরণ্যয় উৎস্য ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋক্, এবং ৯ম মণ্ডলের ১০৭ সূক্তের ৪র্থ ঋকে পাওয়া যায়। শুধু নদীস্থ বালুকা ভূমি হইতে স্বর্ণের কনা পাওয়া যাইত তাহা নহে, স্বর্ণ খনি হইতে স্বর্ণ খণ্ডের উল্লেখ অথর্ব্ব বেদের ১২শকাণ্ডের ১ম সূক্তের ৪৪ ঋক এবং হিরণ্য বক্ষ অথর্ব্ব বেদের ১২শ কাণ্ডের ১ম সূক্তের ৬ এবং ২৬ ঋকে পাওয়া যায়। হিরণ্য পিণ্ড অর্থাৎ এক দলা সোনা ঋক্ বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ২৩ ঋকে পাওয়া যায়। হিরণ্য স্তূপ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৪৯ সূক্তের ৭ম ঋকে পাওয়া যায়। আর্য্যেরা স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করিতে জানিতেন; স্বর্ণ কুণ্ডল, (হিরণ্য কর্ণ) এবং কর্ণ শোভানা পূরুনী ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৭৮ সূক্তের ৩য় ঋকে

পাওয়া যায়। স্বুবর্ণ কণ্ঠহার (নিষ্ক) ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৩ ঋকে পাওয়া যায়। ক্রয় বিক্রয় এবং দানের জন্য গো, অশ্ব ধনই প্রচলিত ছিল; তবে ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৭ম সূক্তের ২য় ঋকে মনা হিরণ্যয়া কথা আছে।

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে অয় ধাতুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা লৌহ কি তাম্র নির্দ্দেশ করা কঠিন। ঋগ্বেদের ১মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের ৫ম ঋকে যখন অয়কে বরাহ দাতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে তখন ইহাকে তাম্র বলিয়াই বিবেচিত হয়। (৩১)

(৩০) নো ভরং ব্যংজনং গামশ্বমভ্যং জনং। সচা মনা হিবণ্যয়া ॥২॥ (ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৭৮ সূক্তের ২য় ঋক্) "কর মোদের হে ইন্দ্র গো, অশ্ব দান; দেও মোদের প্রচুর হিরন্ময় মনা। মীনা" ফনিসীয়ানদের এবং সপ্ত খৃষ্ট পূর্ব্বে নিনেভা (Nineveh) এবং অসুর (Asyrian) দের পরিমাণ ছিল পরে ইহা তাহারদের স্বুবর্ণের মুদ্রা রূপে ব্যাবহার হইত পরিশেষে ইহা গ্রীক দেশের মীনারূপে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রামানিত হয় যে আর্য্যেরা ফনেসিয়া অথবা অসুর দেশ হইতে এই মুদ্রা সিন্ধুদেশে প্রচলিত করিয়াছেন।

(৩১) পম্বান্ হিরণ্য চক্রা নয়োদং ষ্ট্রাম্বিধাবতো বরাহূন্ ॥৫॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের ৫ম ঋক্) ৫ম মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ৮ম ঋকে অয় সূর্য্যাস্তের কিরণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, ইহাতে ইহাকে তাম্র বলিয়া মনে হয়। (৩২) হিরণ্য রূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃ স্থুন মুদিতা

"যবে প্রাতে সুবর্ণ-রঞ্জিত রথে উঠ তুমি অথবা অস্তাচলে যাও তুমি তাম্র রঞ্জিত রথে, নিরিখ তুমি হে বরুন্মিত্র অনন্তের এই মহা দৃশ্য।" (৩২) ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সুক্তের ১৫ ঋকে সর্পের মুখ অয় সাদৃশ লেখা হইয়াছে ; ইহাতে লৌহ ও বুঝাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। অথর্ব্ব বেদের ১২শ কাণ্ডের ৩য় সুক্তের ১১ ঋকে শ্যামম্ আয়া শব্দ আছে, ইহাতে লৌহ বলিয়া প্রমানিত হয়। লোহিত অয় তাহাকে বুঝাইত। সংস্কৃতে আলায়স শব্দে এখন লৌহকে বুঝায়। রৌপ্য বৈদিক সময়ে পরিচিত ছিল বলিয়া জানা যায় না ; তবে রজতম্ হিরণ্যম্ শব্দ ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ২৫ সুক্তের ২ ঋকে পাওয়া যায় এখানে উজ্জ্বল বুঝাইয়াছে, ইহা বিশেষণ মাত্র, যেমন ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলে ৫৫ সুক্তের হয় ঋকে লাল বুঝাইতে অর্জ্জুনকে এবং এবং কাল রং বুঝাইতে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৩১ সুক্তের ৩য় ঋকে কৃষ্ণ শব্দ ব্যবহৃত আছে. তবে ঐত্রের সংহিতার (১,৬, ১,২) রজতম হিরণ্যম্। দক্ষিণা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, রজতম্ হিরণ্যম্ অর্থাৎ সাদা সোণা ; ইহাতে রূপাই বুঝা যায়। সীসা শব্দ ঋগবেদে পাওয়া যায় না, তবে অথর্ব্ব বেদের ১ম কাণ্ডের ১৬ সুক্তের এবং অথর্ব্ব বেদের ১১শ কাণ্ডের ৩য় সুক্তের

সূর্য্যস্য। আ রোহথো বরুন মিত্র গর্ভমতশ্চক্ষাথে আদতিং দিতিং চ ॥ ৮ ॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৫মণ্ডলের ৩২ সূক্তের যম ঋক্)

১ম ঋকে ১৯ ঋকে ২০ ঋকে এবং ৫৩ ঋকে পাওয়া যায়। ...হু অর্থাৎ টিন অথর্ব্ব বেদের ১১শ কাণ্ডের ৩য় সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়।

মুক্তার নাম ঋগবেদে কৃশন দেখিতে পাওয়া যায়। "আকাশ সাজায় যথা পিতা নক্ষত্র মালা, দিয়া, সাজায় শ্যাম অশ্ব তথা মানুষ মুক্তাহার দ্বারা।" অভি শ্যাবং ন কৃশনেভি রংশ্ব নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্ ॥১১॥ (ঋগবেদ সংহিতায় ১০ মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের ১১ ঋক্)

অথর্ব্ব বেদের ৪র্থ কাণ্ডের ১০ ঋকে সমুদ্র হইতে জাত শঙ্খ কৃশন্ দেখিতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ।

ছোট ছোট গাছকে বীরুদ বলা হইত এবং লতাপাতাকে ঔষধি বলা হইত। বড় গাছকে বৃক্ষ বলা হইত এবং গাছের কাণ্ডকে বৃক্ষস্কন্ধ বলা হইত। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ৫ম ঋক্ ॥ অশ্বত্থ গাছ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৩৫ সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়, এই গাছের স্বাদু পিপ্পল পক্ষিরা ভক্ষণ করে। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২০ ঋক্। ঋগ্বেদে নিগ্রোধ অর্থাৎ বট গাছের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ৫ম সূক্তের ৫ম ঋকে পাওয়া যায়। খদির ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৯ ঋকে পাওয়া যায়; অথর্ব্ব বেদের ৩য় কাণ্ডের ৬ষ্ঠ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়,

পর্ণ অর্থাৎ পলাশ বৃক্ষের নাম ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ৫ সূক্তের ৫ম ঋকে পাওয়া যায়।

উডুম্বর অথবা যজ্ঞডুমুর ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, অথর্ব্ব বেদের ১৯শ কাণ্ডের ৩১ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়।

বিকঙ্কত অথবা বট গাছ অথর্ব্ব বেদের ১১শ কাণ্ডের ১০ম সূক্তের ৩য় ঋকে পাওয়া যায়। শমী অথবা শাই গাছ অথর্ব্ব বেদের ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ১১ সূক্তের ১ম ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বরণ অথবা বরুণ বৃক্ষ চলিত ভাষায় সঁাকো অথর্ব্ববেদের ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ৮৫ সূক্তের ১ম ঋকে, ১০ম কাণ্ডের ৩য় সূক্তের ৫ম ঋকে পাওয়া যায়। শিংশপা (Dal Berbiasisu) অথবা শিশম্পা গাছ খদির বৃক্ষের সঙ্গে ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৯ ঋকে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের ২০ কাণ্ডের ১২৯ সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়। বিল্ব অথবা বেল গাছ অথর্ব্ববেদের ২০ কাণ্ডের ১৩৬ সূক্তের ১৩ ঋকে পাওয়া যায়। ধব (Grislea Pomenpasa) বৃক্ষ অথর্ব্ব বেদের ৫ম

প্লক্ষ অথবা পাকুর গাছের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না ; অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ৫ম সূক্তের ৫ম ঋকে পাওয়া যায়। (৩৩)

৩৩ ভদ্রাৎ প্লক্ষান্নিস্তিষ্ঠস্যশ্বত্থাৎ খদিরাদ্ধবাৎ। ভদ্রান্ন্যগ্রোধাৎ পর্ণাৎ সা ন এহ্যরুন্ধতি ॥ ৫ ॥ (অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ৫ম সূক্তের ৫ম ঋক্)

কাণ্ডের ৫ম সূক্তের ৫ম ঋকে এবং ২০ কাণ্ডের ১৩১ সূক্তের ১৭ ঋকে পাওয়া যায়। অরভু (Calesanthes indica) বৃক্ষের নাম ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৪৬ সূক্তের ২৭ ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ২০ কাণ্ডের ১৩১ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়।

অশ্বত্থ অর্থাৎ করবী ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ২১ ঋকে পাওয়া যায়। পীলু ইহার চলিত ভাষা পীল। কোঙ্কনাদি দেশের ইহা প্রসিদ্ধ ফল বৃক্ষ। ইহা অথর্ব্ব বেদের ২০ কাণ্ডের ১৩৫ সূক্তের ১২ ঋকে পাওয়া যায়। শাল্মলির চলিত ভাষা শিমুল, এই গাছে তুলা জন্মে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ২০ ঋকে ১০ম মণ্ডলের ৩৫ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়। কিংশুক অর্থাৎ পলাশ গাছ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ২০ ঋকে পাওয়া যায়। কিংশুক পুষ্প দ্বারা শ্বশুরালয় গমনের সময়নব বধুর রথ সুসজ্জিত হইত। বিভীদক অথবা বিভীতর্ক চলিত ভাষায় বহেড়া। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে এবং ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ১ম ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল দ্বারা পাশা খেলা হইত। করঞ্জ ইহার প্রচলিত ভাষা করমচা; ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৮ম ঋকে এবং ১০ম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের ৮ম ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বধিতি ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে, ৫ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ১০ম ঋকে এবং ১ম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের ২য় ঋকে পাওয়া যায়। স্বধিতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ, ইহার কাঠ

অত্যন্ত শক্ত। চাণ্ডন অথবা স্যন্দন ইহার চলিত ভাষা। তিনিশ ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৯ ঋকে পাওয়া যায়।

লতা।

সোমলতা আর্য্যদের বিখ্যাত ঔষধি ছিল। ইহার রস আর্য্য ঋষিরা অমৃত তুল্য মনে করিতেন। ৯ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ২য় ঋকে এবং ১০ম মণ্ডলের ৯৭ সূক্তের ২২ ঋকে সোম লতায় নাম পাওয়া যায়। সোমরসের প্রশংসা ঋগ্বেদে পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডল শুধু সোম স্তুতি। কুষ্ঠ চলিত ভাষায় কুড় অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তের ৭ম ঋকে এবং অথর্ব্ববেদের ৯ কাণ্ডের ৩৯ সূক্তের ৫ম ঋকে ঔষধি রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অপামার্গের চলিত ভাষা আপাং অথর্ব্ব বেদের ৪র্থ কাণ্ডের ১৮ সূক্তের ৭ ঋকে পাওয়া যায়। অপামার্গ ঔষধিরূপে ব্যবহৃত হইত। শোনগাছ অথর্ব্ববেদের ২য় কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তের ৫ম ঋকে পাওয়া যায়। অজশৃঙ্গী অথর্ব্ববেদের ৪র্থ কাণ্ডের ১৭ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়। দুর্ব্ব-দুর্ব্বাঘাস ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ১৬ ঋকে এবং ১০ম মণ্ডলের ১৪২ সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়। পুস্কর অর্থাৎ নীলপদ্ম ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৮৪ সূক্তের ২য় ঋকে ৫ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ৯ম ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ১১শ কাণ্ডের ১ম সূক্তের ২৪ ঋকে পাওয়া যায়। পুণ্ডরীক অর্থাৎ শ্বেত পদ্ম ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৪২ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া

যায়। বংশ—বাঁশ, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০ম সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়। অথর্ব্ব বেদের ৩য় কাণ্ডের ২ সূক্তে ৬ষ্ঠ ঋকে এবং কাণ্ডের ৩য় সূক্তের ৪র্থ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। বেতাগ ইহার চলিত ভাষা বেত। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫৮ সূক্তের ৫ম ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ১০ম কাণ্ডের ৭ম সূক্তের ৪১ ঋকে পাওয়া যায়। ইক্ষু ইহার চলিত ভাষা আউক। অথর্ব্ব বেদের ১ম কান্দের ৩৪ সূক্তের ৫ম ঋকে পাওয়া যায়। মুঞ্জ ইহার চলিত ভাষা মুজ ঘাস। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১৯৩ সূক্তের ৩য় ঋকে, ১ম মণ্ডলের ১৬৮ সূক্তের ৮ম ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ১ম কাণ্ডের ২য় সূক্তের ৪র্থ ঋকে পাওয়া যায়।

পশু।

আধুনিক মতানুযায়ী ঋগ্বেদে মনুষ্যকে দ্বিপদ পশু বলা হইয়াছে। বিশ্বামিত্র ঋষি বলিতেছেন—"দ্বিপদ চতুষ্পদ পশুদের দেহ সোম ব্যাধিহীন অন্ন।" সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে। অনমীবা ইষস্করৎ॥ ১৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৩য় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১৪ ঋক।) অথর্ব্ব বেদের ২য় কাণ্ডের ৩৪ সূক্তের ২য় ঋকে বর্ণিত আছে যে পশুপতি দ্বিপদি এবং চতুষ্পাদি পশুদের উপর প্রভুত্ব করেন।

সিংহ—সিংহের নাম ঋগ্বেদের যথেষ্ঠ স্থানে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ৬৪ সূক্তের ৮ম ঋকের. এবং ৩য় মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ৫ম ঋকে সিংহ গর্জ্জন প্রভঞ্জনের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তের ৩য় ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ২১ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে সিংহ গর্জ্জন বজ্রনিনাদের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৭৪ সূক্তের ২য় ঋকে এবং ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ১০ম ঋকে সিংহের পরাক্রম এবং সিংহ রাত্রে পালিত পশু আক্রমণ করে ইহা বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ১৭ ঋকে বর্ণিত আছে যে সিংহ হইতে সিংহী অধিকতর ভয়াবহ।

ব্যাঘ্র।—ব্যাঘ্রের নাম ঋগ্বেদের পাওয়া যায় না। অথর্ব্ব বেদে অনেক যায়গায় পাওয়া যায়। অথর্ব্ব বেদের ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ৩৮ সূক্তের ১ম ঋকে সিংহের সহিত ব্যাঘ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদের ৪র্থ কাণ্ডের ২য় সূক্তের ২য় ঋকে ব্যাঘ্রের বিশটা নখ আছে বলিয়া বর্ণিত আছে। অথর্ব্ব বেদের ৪র্থ কাণ্ডের ৩য় সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে ইহাকে অত্যন্ত ভয়াবহ জন্তু বলা হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদেয় ৪র্থ কাণ্ডের ৩৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে ব্যাঘ্র গো এবং অশ্ব ধ্বংস কারী জন্তু বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদের ৮ম কাণ্ডের ৫ম সূক্তের ১১ ঋকে ইহাকে সমস্ত হিংস্র জন্তু হইতে শক্তিশালী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বীপিন্, চলিত ভাষায় চিতেবাঘ, অথর্ব্ব বেদের ৪র্থ কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তের ৭ম ঋকে ব্যাঘ্র এবং সিংহের সহিত এবং অথর্ব্ব বেদে ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ৯৮ সূক্তের ২য় ঋকে ব্যাঘ্রের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

মৃগ হস্তী।—হস্তী আর্য্যগণের নিকট অপরিচিত ছিল বলিয়া এবং ভারতবর্ষে আগমন করিলে পর হস্তীকে হস্ত সহিত ইহাকে দেখিয়া ইহাকে মৃগহস্তী কল্পনা করা হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৬৪ সূক্তের ৭ম ঋকে এবং ৪র্থ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ১৪শ ঋকে মৃগহস্তীকে গায়ের জোরে ইন্দ্রের জোরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

মৃগো ন হস্তী তবিষামুষাণঃ সিংহো ন ভীম আয়ুধানি বিভ্রৎ ১৪॥
(ঋগ্বেদ সংহিতায় ৪র্থ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ১৪ ঋক্) "তুমি হস্তী সম পরাক্রান্ত, যবে ধাও আয়ুধ নিয়ে শত্রু বিনাশিতে তবে সিংহসম হও তুমি ভীম"। অথর্ব্ব বেদের ২২শ কাণ্ডের ১ম সূক্তের ২৫ ঋকে মৃগহস্তী উল্লিখিত আছে। অথর্ব্ব বেদে অন্য যায়গা শুধু হস্তী বলিয়া বর্ণিত আছে।

বৃক চলিত ভাষায় নেকড়ে বাঘ। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০৫ সূক্তের ১০শ ঋকে অরুণ বর্ণ যুক্ত নেকড়ে বাঘের কথা উল্লিখিত আছে। "যবে যেতেছিলুম আমি পদব্রজে, নেহেরি আমায় এক অরুণ বৃক, সূত্রধর পৃষ্ঠ বেদনায় যথা করে পৃষ্ঠ অবনত, তথা হয়ে নিচু পালাইল সে বৃক। হে রোদসি! (দ্যাব্যা পৃথিবী) শুণ মোর মর্ম্ম কথা"।

অরুণো মা সকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি। উজ্জিহীতে নিচায্যা তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ (ঋগ্বেদের ১ম ১৪৫ মণ্ডলের সূক্তের ১৮শ ঋক্)। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে ৩য় ঋকে বৃক ভেড়া নষ্ট করে ইহা উল্লিখিত আছে। অথর্ব্ব বেদের ১২শ কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তের ৭ম থাকে বৃক গোবৎস এবং ভেড়া নষ্ট করে বলিয়া বৃককে বৎসংঘাত নাম দেওয়া হইয়াছে।

সালাবৃক (Hyena)—ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের ১৫শ ঋকে ইহা বর্ণিত আছে যে "শালাবৃক হৃদয়সম না কর প্রত্যয় রমণী সখ্যতে"। ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সংত সালাবৃকাণাং হৃদয়য়ান্যেতা॥১৫॥ (ঋগ্বেদে সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের ১৫শ ঋক্)। ঋক্ষ ইহার চলিত ভাষা ভল্লুক। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৩য় ঋকে মরুৎকে বলা হইয়াছে "তুমি ঋক্ষসম ভীম"। বরাহ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের ৮ম ঋকে, ১ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ৫মঋকে, ১০ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ৪র্থ ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ৮ম কাণ্ডের ৭ম সূক্তের ২৩ ঋকে বরাহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শূকর ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের ৪র্থ ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ২য় কাণ্ডে ২৭ সূক্তের ২য় ঋকে পাওয়া যায়। শ্বাবীদ অথবা সাজারু অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ১৩শ সূক্তের ৯ম ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৩ সূক্তের ১ম ঋকে এবং ৫ম মণ্ডলে ৭৮ ঋকের ২য় ঋকে

এবং অথর্ব্ব বেদের ৩য় কাণ্ডের ৭ম সূক্তের ১ম ঋকে ভীত জন্তু বলিয়া বর্ণিত আছে। শ্মশ্রু অর্থাৎ একপ্রকার মৃগ বিশেষ। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ১০ম ঋকে, এবং ১০ম মণ্ডলে ১৯ সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়। গব্যকে ঋগ্বেদের অনেক স্থানে মৃগ মহিষ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ২৯ সূক্তের ৭ম ঋকে এবং ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৭ সূক্তের ১১ ঋকে বর্ণিত আছে। ক্রোষ্ঠা অথবা শৃগালের নাম ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ৪র্থ ঋকে বর্ণিত আছে। "দেও মোরে হে ইন্দ্র এ হেন ক্ষমতা বহে যেন নদী বীপরিত দিকে, পলায় সিংহ হরিণের ভয়ে বরাহকে বিতারিত করে শৃগাল বন হতে।" ৩৪

কপি ইহা চলিত ভাষায় বানর। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তে ইহাকে হরিত মৃগ বলা হইয়াছে। শশ ইহার চলিত ভাষা শশক। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ৯ম ঋকে পাওয়া যায়। মুষ চলিত ভাষা ইন্দুর। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০৫ সূক্তের ৮ম ঋকে এবং ১০ম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের ৩য় ঋকে ব্যাবহৃত হইয়াছে।" মূষিক যথা শিশ্না করে চর্ব্বন হে শত ক্রতু। যদিও আমি তোমার ভক্ত তথাপি চিন্তা আমায় করিতেছে ভক্ষণ। পিতা সম হে মঘবা ইন্দ্র কর মোর প্রতি

(৩৪) হদং সুমে জরিতরা চিকিদ্ধি প্রতীপং শাপং নদ্যো বহংতি। লোপাশঃ সিংহং প্রত্যঞ্চ মৎসাঃ ক্রোষ্ঠা বরাহং নিরতক্ত কক্ষাৎ ॥৪॥ (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ৪র্থ ঋক)

কৃপা দৃষ্টি'। শিশ্না চর্ম্মনির্ম্মিত কপট লিঙ্গ। মৃষো ন শিশ্না ব্যদংতি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো। সকৃৎস্ন নো মঘবন্নিংদ্র মৃলয়াধ পিতেব নো ভব ॥ ১ ॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের ৩য় ঋক্) নকুল ইহার চলিত ভাষা বেজি।

পক্ষী।

ঋগেদের ১০ম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৪র্থ ঋকে পক্ষীকে বয় বলা হইয়াছে। পক্ষীরা গাছে বাসা করিয়া থাকে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৭ম ঋকে আছে যে উষার আগমনের সহিত বয় (পক্ষীগণ) বাসস্থান হইতে উড়িয়া যায়। শ্যেন ইহার চলিত ভাষা বাজপক্ষী। ইহা ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে ইহা পক্ষীদের মধ্যে প্রধান। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৩৮ সূক্তের ৫ম ঋকে বর্ণিত আছে যে ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষীকে নিম্নগামী দেখিলে অন্যান্য পক্ষীরা ভয়ে পলায়ন করে। গৃধ্র সাধারণ হিংস্র পক্ষীর নাম। ২য় মণ্ডলের ১৯ সূক্তের ১ম ঋকে এবং ৯ম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। সুপর্ণ ঃ—ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলে ১৪৪ সূক্তের ৪র্থ ঋকে সুপর্ণকে শ্যেন পক্ষীর পুত্র বলা হইয়াছে, এবং ঐ ঋকে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে সুবর্ণ পক্ষী দূর দেশ হইতে সোমলতা আনয়ন করিয়াছিল। যং সুপর্ণঃ পয়াবতঃ শেনস্য পুত্র আভরৎ ॥ ১ ॥ (ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৪৪ সূক্তের ৪র্থ ঋক্)। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ১১ সূক্তের ৪র্থ ঋকে শ্যেন পক্ষীর প্রসংশা করিয়া

পরে ইহা উল্লিখিত আছে যে সুবর্ণ পক্ষী মনুষ্যের জন্য সোম আনয়ন করিয়াছিল। অথর্ব্ব বেদের ৫ম কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তের ২য় ঋকে বর্ণিত আছে যে সুবর্ণ পক্ষী পর্ব্বতে বাস করে। শকুন, শকুনী। ১০ম মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে শকুনকে কৃষ্ণ বর্ণ যুক্ত বলা হইয়াছে এবং মরা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। "হে মৃত! কৃষ্ণ শকুন, পিপীলিকা, সর্প বা শ্বাপদ দিয়াছে তোমায় যে ব্যাথা নিবারুক তাহা সর্ব্বভূখ অগ্নি। যত্তে কৃষ্ণঃ শকুনো আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত, বা শ্বাপদঃ। অগ্নিষ্টদ্বিশাদগদং কৃনোতু। ৬॥ (ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ৬ঋক)। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ৪২ এবং ৪৩ সূক্তে শকুনের প্রসংশা আছে। "কর্ণধার চালায় যথা তার নৌকা, তথা বার বার প্রতিধ্বনিত তুমি কর তব রব। হে শকুনি, সুমঙ্গলকারী, তোমা যেন না ঘটে কোন বিপদ ॥১॥ না যেন বধে তব শ্যেনপক্ষী সুপর্ণ বা ধনুর্ধারী জীব। আসিছ তুমি পিতৃ দেশ হতে হে সুমঙ্গল বার্ত্তাবহ, আন মোদের সুসংবাদ ॥২॥ হে সুমঙ্গল শকুন্তে! আমাদের গৃহের দক্ষিণ কোনে কর তোমার প্রীতিরব, যেন কোন চোর বা অসৎ লোক মোদের না করিতে পারে উৎপাত, যেন মোরা সভাগৃহে বীর সনে করিতে পারি বাস ॥৩॥" কপোত ইহার চলিত ভাষা কবুতর। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ৪র্থ ঋকে, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৭৫ সূক্তের এবং অথর্ব্ব বেদের ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ২৯ সূক্তের ২য় ঋকে পাওয়া যায়।

চক্রবাক্ ইহার চলিত ভাষা চকাচকি। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ৩য় ঋকে ও অথর্ব্ব বেদের ১৪শ কাণ্ডের ২য় সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে পাওয়া যায়। হংস ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৬৫ সূক্তের ৫ম ঋকে, ৩য় মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের ৪র্থ ঋকে, ৭ম মণ্ডলের ৫৯ সূক্তের ৭ম ঋকে এবং ১০ম মণ্ডলের ৬৭ সূক্তের ৩য় ঋকে পাওয়া যায়। ময়ূর ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৯০ সূক্তের ১৪শ ঋকে ও অথর্ব্ব বেদের ৭ম কাণ্ডের ৫৬ সূক্তের ৭ম ঋকে পাওয়া যায়। শুক ইহার চলিত ভাষা শুয়া পক্ষী। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৫০ সূক্তের ১২শ ঋকে পাওয়া যায়। আতি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের ৯ম ঋকে পাওয়া যায়।

মৎস্য (মাছ) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের ৮ম ঋকে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভেক ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের ৪র্থ ঋকে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে পুরোহিতগণের স্তুতি বর্ষাগমে মণ্ডূকগণের কোলাহলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। আরঙ্গর অথবা সারভ ইহার চলিত ভাষা মধুমক্ষিকা। ইহা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের ২১ ঋকে এবং ১০ম মণ্ডলের ১০৬ সূক্তের ১০ম ঋকে পাওয়া যায়। মক্ষ (মাছি) ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের ৪র্থ ঋকে ৮ম মণ্ডলে ৩২ সূক্তের ২য় ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ৯ম কাণ্ডের ১ম সূক্তের ১৭ ঋকে

পাওয়া যায়। মক্ষা এবং মক্ষিকা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৯ সুক্তের ৯ম ঋকে, ১ম মণ্ডলের ১৬২ সূক্তের ৯ম ঋকে, ১০ম মণ্ডলের ৪০ সুক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে এবং অথর্ব্ব বেদের ১১ কাণ্ডের ২য় সুক্তের ২য় ঋকে পাওয়া যায়। মশক—মশা অথর্ব্ববেদের ৭ম কাণ্ডের ৫৬ সূক্তের ৩য় ঋকে পাওয়া যায়। পিপীলিকা ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৬ সুক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে পাওয়া যায়। বম্র-উইপোকা ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলে ১০২ সুক্তের ২১ ঋকে পাওয়া যায়। বৃশ্চিকা ইহার চলিত ভাষা বিছাটী। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৯১ সুক্তের ১৬ ঋকে এবং অথর্ব্ববেদের ১০ম কাণ্ডের ১৪শ সুক্তের ৯ম ঋকে পাওয়া যায়। কৃমি অথর্ব্ব বেদের ২য় কাণ্ডের ৫১ সুন্দের ৫ম ঋকে পাওয়া যায়।

পারিবারিক জীবন।

ঋগ্বেদে পারিবারিক জীবনের যথেষ্ট ঋক্ পাওয়া যায়। পিতা (পিতর), মাতা (মাতর), ভ্রাতা (ভ্রাতর), পুত্র (সুত), কন্যা (স্বসা), শ্বশুর (শ্বশুর), শাশুড়ী (শ্বশ্রূ), জামাতা (জামাতর), পুত্রবধূ (স্নুষা), স্বামীর ভ্রাতা (দেবর), স্ত্রীর ভ্রাতা (শ্যালক) ননদ এবং শালী (ননন্দার) ইত্যাদির নাম ঋগ্বেদের অনেক যায়গায় পাওয়া যায়।

গৃহপতি অথবা বিশ্পতি গৃহের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। একটা যায়গায় চতুর্দ্দিক ঘেরাও করিয়া ইহাতে একটী দ্বার থাকিত।

এই ঘেরাও জায়গার মধ্যে অনেকগুলি ঘর থাকিত। ইহার কোন কোন ঘরে মানুষ থাকিত এবং কোন কোন ঘরে ছাগল, গো, অশ্ব এবং অন্যান্য পশু থাকিত। এই ঘেরাও করা স্থানকে গোত্র বলা হইত। এই ঘেরাও করা স্থানের মধ্যে যত লোক বাস করিত তাহারা একই গোত্রের লোক বলিয়া পরিচিত হইত। গৃহ অনেক সময় মরুভূমি বাসী Nomad দিগের তাম্বুর মত বলিয়া মনে হয়। অথর্ববেদের ৯ম কাণ্ডের ৩য় সুক্তে আমরা দেখিতে পাই এবং গৃহ সকল মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া নিয়া যাওয়া হইত। অথর্ববেদের ৩য় মণ্ডলের ১২ স্থক্তে গৃহ নির্ম্মানের মন্ত্র আছে। "হেথা পুতিতেছি শালা মম সব দৃঢ় ভাবে, হউক ইহারা দৃঢ়; সেক (সিঞ্চ) ঘৃত। এই শালা মধ্যে করি যেন মোরা সংসার, নিয়ে মোদের বীর, সুবীর ও অনাহত বীর সব ॥১॥ ধ্রুব হয়ে তিষ্ঠ এখানে সালা সব। দাও

(৩৫) ইহৈব ধ্রুবাং নি মিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠাতি ঘৃতমুক্ষমাণা। তাং ত্বা শালে সর্ব্ববীরাঃ সুবীরা অরিষ্টবীরা উপসং চয়েম ॥১॥ ইহৈব ধ্রুবা প্রতি তিষ্ঠ শালেশ্বাবতী গোমতী সুনৃতাবতী। উর্দ্ধস্বতী ঘৃতবতী পরস্বত্নাঞ্ছয়স্ত মহতে সৌভগায় ॥২॥ ধরুণ্যসি শালে বৃহচ্ছন্দাঃ পুতিধান্যা। আ ত্বা বৎসো গমেদা কুমার আ ধেনবঃ সায়মাস্পন্দমানাঃ ॥৩॥ ইমাং শালাং সবিতা বায়ুরিন্দ্রো বৃহস্পতির্নি মিনোতু প্রজানন্। উক্ষণ্ডন্না মরুতো ঘৃতেন ভগো নো রাজা নি কৃষিং তনোতু ॥৪॥ মানস্য পত্নি শরণা স্যোনা দেবী দেবেভির্নিমিতাস্যগ্রে। তৃনং বসানা সুমনা অসস্তমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ ॥৫॥ ঋতেন স্থূনামধি রোহ বংশোগ্রো বিরাজন্নপ বৃঙ্ক্ষ শত্রূন্। মা তে রিষন্নুপসত্তারো গৃহানাং শালে শতং জীবেম শরদঃ সর্ব্ববীরাঃ ॥৬॥

মোদের সদা সৌভাগ্য, সদা যেন থাকে এ শালা সব গো, অশ্ব, ঘৃত, দুগ্ধে, আমোদ আহ্লাদে ॥২॥ হে শালা সব হও তোমরা ভাল ধানের উচ্চ গোলায় পরিপূর্ণ। সায়ংহ্ন সমাগমে প্রবেশি যেন তোমায় লয়ে ধেনু এবং বৎস্য সব ॥৩॥ সবিতা, বায়ু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি করুক এই শালা সব দৃঢ়। করুক মরুত হেথা অভিষেক। ভগদেব বৃদ্ধি করুণ মোদের কৃষি ধন ॥৪॥ হে গৃহ-দেবী! দেবগণ অগ্রে তোমায় করিছে মোদের বিধাতৃ দেবী, কর মোদের রক্ষা, দেহ মোদের আরাম। হে তৃণ বসনা দেবী, দেও মোদের বীর, ধন, রত্ন ॥৫॥ হে বংশ! (ঘরের পাইর) তুমি স্তম্ভ (খুটি) উপরি দেখ উপসত্বার না যায় পড়িয়া। শত্রু যেন না পারে ইহা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে। বাঁচি যেন মোরা শত শরৎ কাল (শত বৎসর) ॥৬"

(অথর্ব্ব সংহিতার ৩য় কাণ্ডের ১২শ সূক্তের ১—৬ ঋক্)

(৩৫) Nomadsদের স্থান পরিবর্ত্তনের সময় তাহারা যেরূপ হঠাৎ তাহাদের তাম্বু ভাঙ্গিয়া জিনিষ পত্র, পশু এবং তাহাদের স্ত্রী এবং মা প্রভৃতির সহিত অন্য স্থানে চলিয়া যাইত তদ্রূপ অথর্ব্ব বেদের ৯ম কাণ্ডের ৩য় সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। "এই শালা সবের উপমিত, প্রতিমিত, পরিমিত যত আছে, সব বন্ধন করিতেছি মোরা বিমুক্ত ॥১॥ উপমিত (যদ্বারা তাম্বু অথবা ঘরের মধ্য স্থান উচু করিয়া দেওয়া হয়); প্রতিমিত (খুটি); পরিমিত (আড়া এবং রুয়া বাখা)। বৃহস্পতি যথা বলকে করিয়াছিল ছিন্ন তথা সব গ্রন্থি ছিন্ন করি মোরা ॥২॥

বাধিয়াছি গ্রন্থি সব দৃঢ় রূপে, ইন্দ্রের কৃপায় খুলিব মোরা সে বন্ধন, যথা, বিদ্বান পশু হন্তা (কসাই) ইহা কাটে সহজে অস্থি, গ্রন্থি সব ॥৩॥ বংশ, নহন, প্রনহ, তৃণ, পক্ষ, সব প্রয়োজনীয় বস্তুর বন্ধন খুলিতেছি মোরা। (বংশ অর্থে এ স্থানে পাইর বুঝায়; নহন রুয়া; প্রণহ বাঘা; তৃণ গৃহ আচ্ছাদন করিবার বস্তু, পক্ষ বেড়া) ॥৪॥ সন্দংশ, কলদ্রু, পরিষঞ্জল্য এই প্রধান প্রধান গৃহ বস্তু খুলিতেছি মোরা ॥৫॥ গৃহ সুখ তরে যে সব বস্তু ছিল ঝুলিয়ে গৃহ মধ্যে সে সব এখন খুলিতেছি মোরা। হে গৃহলক্ষ্মী হও মোদের প্রতি প্রসন্ন ॥৬॥ হব্যাধার, অগ্নিশালা, পত্নীগৃহ, দেবালয়, বিস্তারিত দণ্ডোপরি মেলা জাল, সব খুলিতেছি মোরা ভক্তিভরে ॥৭॥৮॥ (৩৬)

(৩৬) উপমিতাং প্রতিমিতামথো পরিমিতামুত। শালায়া বিশ্ববারায়া নদ্ধাতি বি চৃতামসি ॥১॥ যৎ তে নদ্ধং বিশ্ববারে পাশো গ্রন্থিশ্চ যঃ কৃতঃ। বৃহস্পতির্বিবাহং বলং বাচা বি স্রংসয়ামি তৎ ॥২॥ আ যযাম সং ববর্হ গ্রন্থীংশ্চকার তে দৃঢ়ান্। পরূংষি বিদ্বাংস্থস্তেবেন্দ্রেন বি চৃতামসি ॥৩॥ বংশানাং তে নহনানাং প্রাণাহস্য তৃণস্য চ। পক্ষাণাং বিশ্ববারে তে নদ্ধানি বি চৃতামসি ॥৪॥ সংদংশানং নলদানাং পরিষ্বঞ্জল্যস্য চ। ইদং মানস্য পত্ন্যা নদ্ধানি বি চৃতামসি ॥৫॥ যানি তেন্তঃ শিক্যান্যাবেধু রণ্যায় কম্। প্রতে তানি চৃতামসি শিবা মানস্য পত্নী ন উদ্ধিতা তন্বে ভব ॥৬॥ হবির্ধানমগ্নিশালং পত্নীনাং সদনং সদঃ। সদো দেবানামসি দেবি শালে ॥৭॥ অক্ষুমোপশং বিততং সহস্রাক্ষং বিষুবতি। অবনদ্ধমভিহিতং ব্রহ্মণা বি চৃতামসি ॥৮॥ (অথর্ব সংহিতায় ৯ম কাণ্ডের ৩য় সূক্তের ১ - ৮ ঋক্)

পুত্র গোচারণ করিত। কন্যাগণ গো-দোহন করিত বলিয়া তাহাদিগকে দুহিতা বলা হইত। অবিবাহিতা কন্যা অনেক সময় যাবৎজীবন পিতৃ-গৃহে থাকিত এবং পিতৃগৃহে থাকিলে পিতৃধনের অংশে তাঁহাদের অধিকার ছিল। "যথা পতি অলভ মানা সতী দুহিতা হে ইন্দ্র! থাকি পিতৃগৃহে করে পিতৃধনে অধিকার। তথা হে দেব! তব ধনে করি মোরা যাচ্ঞা। প্রাকাশ সে ধন, বিতর তাহা মোদের, তাহে হব মোরা সুখী। (৩৭)

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১২ ঋকে দেখিতে পাই যে অর্থের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অনেকে শুধু অর্থশালী স্বামীকে বিবাহ করিতে অভিলাসী হয়, কিন্তু সুন্দরী এবং সুচরিত্রা কুমারি অনেক বন্ধু হইতে তাহার প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে। "অর্থে হয়ে অভিলাষী অনেক রমণী ধনী কামুকে হয়ে অনুগামী, কিন্তু সুন্দরী ভদ্রা নারী বহু বন্ধু হতে এক প্রিয় বন্ধুকে করে পতিত্বে বরণ।" (৩৮)

বিবাহাভিলাষিনী ঘোষা বলিতেছেন—"আসিয়াছে বর মম করিতে আমায় বিবাহ, হলুম আমি এখন সুভগা নারী।

(৩৭) অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদা সদসস্ত্বামিয়ে ভগং। কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভরদদ্ধি ভাগং তন্বোযেন মামহঃ ॥৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতা ২য় মণ্ডলের ১৭ সূক্তের ৭ম ঋক্)

(৩৮) কিয়তী যোষা মর্যতো বধুয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেন। ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ ॥১২॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১২শ ঋকে)

তোমাদের কৃপায় হইয়াছে প্রচুর বৃষ্টি পতন, জন্মিয়াছে বহু শস্য। নদীগণ চলিছে নিম্ন দিকে। রোগ শূন্য পতি মর্ম, সুখ ভোগ তরে হইয়াছে সবল ॥৯॥ বণিতার প্রাণ রক্ষা হেতু এমন কি যে করে রোদন, বণিতাকে যে করে যজ্ঞে হোতৃ বরণ, সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যে করে মধুর দৃঢ় আলিঙ্গন, উৎপাদিয়া সন্তান যে করে তাকে পিতৃযজ্ঞে বরণ, সেই স্বামী সহবাসে হয় পত্নী সুখী ॥১০॥ সেই সুখে অনভিজ্ঞ আমি ; বল দেও মোরে কিরূপে যুবক যুবতী সুখ ভোগে তারা। বীর্য্যপূর্ণ বৃষ সঙ্গমে সন্তোষে যথা ধেনু, তদ্রূপ পতিগৃহে যাইতে কামনা আমার ॥১১॥ হে অন্ন ধনদাতা অশ্বিদয়! মোর প্রতি করহে করুণা, পুরাও মোর মনের বাসনা। হে মঙ্গল বিধাতা! হও মম পালনকর্ত্তা, পতি গৃহে যেন আমি হই পতিসোহাগিনী ॥ ১২॥ দেও আমায় ধন অর্থ, কর আমায় বীর প্রসবীনি। পতি-গৃহ গন্তব্য পথে তীর্থে যে জল করিব পান কর তাহা সুধাময়। পথি মধ্যে বৃক্ষতলে যদি থাকে দুষ্ট লোক করহে তাহারে বিনাশ ॥১৩॥ (৩৯)

(৩৯) জনিষ্ট যোষা পতয়ৎ কনীনকো বি চারুহন্বীরুধো দংসনা অনু। আস্মৈ রীয়ংতে নিবনেব সিংধবোহস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনং ॥৯॥ জীবং রুদংতি বি ময়ংতে অধবরে দীর্ঘামনু প্রসিতিং দীধিযুর্নরঃ। বামং পিতৃভ্যো য ইদং সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে ॥১০॥ ন তস্য বিদ্ম তদুষুপ্র বোচত যুবা হ যদ্যুবত্যাঃ ক্ষেতি যোনিষু। প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি ॥১১॥ আ

দম্পতির পতিগৃহে খুব উচ্চ স্থান ছিল। তাহারা শুধু স্বামীর সঙ্গেই যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিত তাহা নহে, কখনও কখনও তাহারা নিজেরাও যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিত। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে বিবাহের একটা মন্ত্র আছে, তাহাতে পত্নীর উচ্চ স্থানের যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। বধু পতিগৃহে আগমন করিলে অভিভাবকগণ বলিতেছে :—ত্যাগো মলিন বসন, কর স্তোতাগণে ধন দান। দুঃসময় চলিয়া গিয়াছে মোদের ঐ দেখ জায়া আসিতেছে পতি সনে ॥ ২৯ ॥ প্রতিবাসী দিগকে বলা হইতেছে ; দেখ এসে সুমঙ্গল যুক্ত এই নববধূ স্বামী গৃহে আনুক সৌভাগ্য, এই রূপ আশীষিয়া যাও তোমরা স্বীয় গৃহে ॥ ৩ ॥ স্বামী বলিতেছে ;—তব হস্ত আমি করিতেছি গ্রহণ, হও মম সৌভাগ্যবতী। তব বৃদ্ধাবস্থাবধি আমি যেন রহি তব পতি। ভগ, অর্জ্জমা, সবিতা, দেবগণ এক সঙ্গে করিবারে গার্হস্থ জীবন করিয়াছে তোমায় মম হস্তে সমাপন ॥ ৩৬ ॥ কর একে কল্যানবতী হে পূষা যারই ভিতরে আমি বীজ করিব বপন। কামোৎফুল্লে প্রসার উরু তব যেন কামানন্দে আমি করিতে পারি শেপ প্রহরণ ॥ ৩৭ ॥ বরের পিতা মাতা

বামগণ্ডসুমতির্বাজিনী বসু হৃশ্বিনা হৃৎসু কামা অয়ংসত। অভূৎ গোপা মিথুনা শুভস্পতী প্রিয়া অর্যমনো দুর্যা অশীমহি ॥ ১২ ॥ তা মংদসানা মনুষো দুরোণ আধিত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবে। কৃতং তীর্থং—সুপ্রপানং শুভস্পতী স্থানুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতং ॥ ১০৩ ॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের ৯-১৩ ঋক্)

বলিতেছে। উভয়ে হয়ো না বিচ্ছেদ, থাক সুখে একত্রে, দীর্ঘআয়ু যুক্ত, হয়ে। পুত্র পৌত্র সনে আমোদে আহ্লাদে করিতে পার যেন ক্রীড়া স্বগৃহে॥ ৪২॥ প্রজাপতি এদের দিউন সন্তান সন্ততি, অর্য্যমা রাখুন এদের বৃদ্ধাবস্থাবধি সুখের মিলনে। হে বধু হও মঙ্গলবতী তব পতি লোকে ; আন মঙ্গল দ্বিপদে চতুষ্পদে তব পতিগৃহে ॥৪৩॥ চক্ষু তব অমঙ্গলযুক্ত নহে; পতি শত্রু কভু তুমি না হবে। হে কল্যাণি! হও তুমি সুমনা সুহাসিনী। হও বীর পুত্র প্রসবিনী। দেবকামা আন তুমি মঙ্গল আমাদের দ্বিপদে চতুষ্পদে॥ ৪৪॥ হে ইন্দ্র একে কর সুপুত্র সুভগা, দেও একে দশ পুত্র এবং পতি নিয়ে হয় যেন একাদশ এর॥ ৪৫॥ শ্বশুরের পর হওহে সম্রাজ্ঞী, হও সম্রাজ্ঞী শ্বাশুড়ীর উপর, ননদের পর হওহে সাম্রাজ্ঞী, হও সম্রাজ্ঞী দেবরের উপর ॥ ৪৬॥ অন্য লোক বলিতেছে ঃ—করিয়া সন্তান সন্তত উৎপত্তি, হও সবের প্রিয়; কর প্রীতি লাভ। সতর্কে কর গৃহে কার্য্য সম্পাদন। স্বামী সঙ্গে করে নিজ শরীর সাম্মলীত এই গৃহে বৃদ্ধ কালাবধি কর তুমি প্রভুত্ব॥ ২৭॥ (৪০)

(৪০) পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু। কৃত্যৈষা পদ্বতী ভুৎব্যা জায়া বিশতে পতিং ॥২৯॥ সুমংগলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্মৈ দত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ॥৩৩॥ গৃভনামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্ষমা সবিতা পুরংধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥৩৬॥ তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপংতি। যা ন উরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥৩৭॥ ইহৈব স্তং মা

ইজিপ্টের এবং পেরুর ইঙ্কা রাজসন্তানদের মত পূরাতন ভারতে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাণেও দেখিতে পাই যে অনেক ঋষিরা পিতৃকন্যা অর্থাৎ স্বীয় ভগ্নী বিবাহ করিতেন। যথা—অসিতের পত্নী একপর্ণা, তাহাদের পুত্র দেবল। শুক পীবরী নাম্নী পিতৃকন্যায় গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শম্ভু, ভূরিশ্রুতি নামক পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করেন। ইনি ব্রহ্ম দত্তের জননী এবং অনুত্রয়ের মহিষী ছিলেন। গো শুক্রের প্রিয় মহিষী ছিলেন। যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী এবং বিশ্বশর্ম্মার পুত্রবধু এবং মহর্ষি খটাঙ্গ নামক রাজর্ষির জননী। নর্ম্মদা কুরুকুৎসের পত্নী এবং এস দস্যের জননী।

বি যৌষ্ঠং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নতং। ক্রীলং তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥৪২॥ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা। অদুর্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥৪৩॥ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যং সুমনাঃ সুবর্চাঃ। বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনা শংনো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥৪৪॥ ইমং ত্বমিংদ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু। জশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতি মেকাদশঃ কৃধি ॥৪৫॥ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব। ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥৪৬॥ ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতা মস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ ॥২৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ২৯, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪২. ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, এবং ২৭ ঋক্)

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০ম সূক্তে যমী তাহার ভ্রাতা যমের সঙ্গে সঙ্গম করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল। যমী বলিতেছে, "এই বিশাল অর্ণব তীরে মিলিয়াছি মোরা নির্জ্জন প্রদেশে, আমার বাসনা আমরা খেলি প্রেমিক প্রমিকা। জনম হইতে তুমি মম চির সহচর। বিধাতার ইচ্ছা এই যে অমোর গর্ভে তোমার ঔরসে জন্মে এক সুন্দর নপ্তা। যম বলিতেছে ঃ—তব সহোদর না করে তব প্রেমাকাঙ্ক্ষা। তুমি মম অগম্যা, এক গর্ভে জন্মিয়াছি মোরা। অসুর পুত্র, বীর

অসিতসৈকপর্ণাতু পত্নী সাধ্বী দৃঢ়ব্রতা। দত্তা হিমবতা তস্মৈ যোগাচার্য্যায় ধীমতে। দেবলং সুষুবে সা তু ব্রহ্মিষ্ঠং মানসং সুতম্ ॥১৭॥ পরাশর-কুলোদ্ভূতঃ শুকো নাম মহাতপাঃ। শ্রীমান্ যোগী মহাযোগী যোগস্তস্মা-দ্দ্বিজত্তমাঃ ॥২৮॥ ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধুম ইব পাবকঃ। স অস্যাং পিতৃকন্যায়াং যোগাচার্য্যান পরিশ্রুতান্ ॥২৯॥ কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতঞ্চ বৈ। কন্যাং কীর্ত্তিমতিঞ্চৈব যোগিনীং যোগমাতরম্ ॥৩০॥ ব্রহ্মদত্তস্য জননী মহিষী ত্বণুহস্য তু ॥৩১॥ এ তেষাং মানসী কন্যা গৌর্ণাম দিবি বিশ্রুতা। দত্তা সনৎকুমারেণ শুক্রস্য মহিষী প্রিয়া। একত্রিংশচ্চ বিখ্যাতা ভৃগূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥৩৭॥ এতেষাং মানসী কন্যা যশোদা নাম বিশ্রুতা। পত্নী সা বিশ্বমহতঃ স্নুষা বৈ বিশ্বশর্ম্মণঃ ॥৪০॥ রাজর্ষেজননী দেবী খট্টাঙ্গস্য মহাত্মনঃ ॥৪১॥ এতেষং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা ৪৫॥ যযাতেজননী সাধ্বী পত্নী সা নহুষস্য তু ॥৪৩॥ এতেষাং মানসী কন্যা নর্ম্মদা সরিতাং বরা ॥৪৮॥ জননী ত্রসদস্যোর্হি পুরুকুৎস পরিগ্রহঃ ॥৪৯॥ (বায়ু পুরাণে ত্রিসপ্ততি তমোঽধ্যায়ে ১৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৭; ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৮ এবং ৪৯ শ্লোকে)

দেবতাগণ দেখে দূরদূরান্তরে (অর্থাৎ এ স্থান নির্জ্জন নহে)। যমী বলিতেছে—এ হেন মৈথুন দেবগণ না করে অবজ্ঞা, অতএব স্থির হও তুমি মনে। রমণ কর হে আমায় যথা প্রেমালিঙ্গনে পতি বাঁধে পত্নীকে ॥৩॥ তুমি যম আমি যমী ; হও তুমি কামাশক্ত ; এস উভয়ে এক শয্যায় শুই মোরা ; আমি তব সন্নিধানে করিতেছি মম শরীর উদঘাটন যথা পত্নী করে পতি সন্নিধানে। রথচক্র সম সঞ্চল দেহ তব ॥৭॥ যম বলিতেছে :— দেবদূতগণ না তিষ্ঠে একস্থানে ; কভু না নিমিলে চক্ষু তারা ; সর্ব্ব স্থানে গতি তাদের। হে আহনা যাও তুমি অন্য পুরুষে কর তুমি তার সনে ক্রীড়া রথচক্র সম ॥৮॥ 'আসিবে এমন যুগ যখন ভ্রাতা ভগ্নী করিবে দাম্পত্য প্রণয়। হে সুভগে ! কর তুমি অন্য পুরুষে পতিত্বে বরণ, দৃঢ় পাশে বাহুদ্বারা বাঁধিও তাহাকে যখন বৃষসম সে তোমায় করিবে রমন ॥১০॥ যমী বলিতেছে, সে কিসের ভ্রাতা তাহার সত্তেও যদি হয় ভগ্নী অনাথা, সে কিসের ভগ্নী যদি না করে সে ভ্রাতার দুঃখ নিবারণ। কামভূতা হইয় বলিতেছি আমি এ সব—এস তব শরীরে মম শরীরে মিলাইয়া কর আমায় সঙ্গম ॥১১॥ যম বলিতেছে :—তব শরীরে মম শরীর মিলাইতে আমার না আসে বাসনা। এ সংসারে ইহাকে পাপ বলে লোকে। হে সুভগে ! অন্য সনে কর সম্ভোগ উচ্ছাস, ভ্রাত সনে নহে ॥১২॥ যমী বলিতেছে, দুর্ব্বল তুমি যম ; না আছে মন হৃদয় তব ; রজ্জু যথা অনায়াসে করে ঘোটকে বেষ্টন, লতা যথা বৃক্ষে করে আলিঙ্গন, তথা অন্য নারী

তোমা পারে সহজে আলিঙ্গিতে, কিন্তু আমায় তুমি নিতান্ত বিমুখ ॥১৩॥ যম বলিতেছে, যমী আলিঙ্গন কর তুমি অন্য পুরুষে, লতা যথা বৃক্ষে আলিঙ্গে প্রেমাপাশে বাধুক সে তোমায়। তব মন হউক তাহার, তার মন হউক তব। হে সুভদ্রে এ হেন সম্মিলনে হবে মঙ্গল তব ॥১৪॥ (৪১)

(৪১) ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্। পিতুর্ণপাত্তমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥১॥ ন তে সখা সখ্যং বষ্টোতৎ সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি। মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্ত্তার উর্বিয়া পরিখ্যন্ ॥২॥ উশংতি ঘাতে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্ত্যস্য। নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্ব মা বিবিশ্যাঃ ॥৩॥ যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ত সমানে যোনৌ সহশেয্যায়। জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বহেব রথ্যেব চক্রা ॥৭॥ ন তিষ্টংতি ন নি মিষংত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরংতি। অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥৮॥ আঘাতা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি। উপবর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥১০॥ কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বযা যন্নির্ঋতি নিগচ্ছাৎ। কামমূতা বহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্বং সংপিপৃগ্ধি ॥১১॥ ন বা উ তে তন্বা তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্য্য স্বসারং নিগচ্ছাৎ। অন্যেন মৎপ্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ঠ্যেতৎ ॥১২॥ বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম। অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি স্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষং ॥১৩॥ অন্যমূ যুত্বং যম্যন্য উত্বাং পরি স্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্। তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুস্ব সংবিদং সুভদ্রাং ॥১৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ১০ সূক্তের ১—৩, ৭—৮, ১০—১৪ ঋক)

স্ত্রীলোকের সতীত্ব খুব যত্নের সহিত রক্ষিত হইত। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডের ১০৯ সূক্তের ৩য় ঋকে বর্ণিত আছে যে যেরূপ শক্তিশালী রাজার রাজ্য রক্ষিত হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষিত হয়। বনিতা ভাল বেশভূষা করিয়া সুসজ্জিত হইয়া পতির সন্মুখে আসিত। বাচস্বতীরুর্বিয়া বিশ্রয়ন্তাং, পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুংভমানাঃ। ৫ ॥ (ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১১০ সূক্তের ৫ম ঋক্)। কিন্তু বৈদিক সময়ে আর্য্য নারী তেজস্বিনী এবং স্বাধীনা ছিলেন। তাহারা শুধু বীরপ্রসবিনী ছিলেন না, নিজেরাও বীরা ছিলেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে দেখিতে পাই যে "যবে মুদ্গল পত্নী হয়ে রথারূঢ়া হলেন সহস্রজয়ী, ধীরে ধীরে বায়ু সঞ্চরিল তাহারি বাস। ইন্দ্রসেনা শত্রুব্যূহ হ'তে আনিলেন গাভীগণ, হয়ে নিজে রথী।" উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রং। রথীর ভূন্মুদ্গলানী গবিষ্ঠৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিংদ্রসেনা ॥ ২ ॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের ২য় ঋক্)। কিন্তু সব স্ত্রীই সতী ছিলেন না। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ৫ম ঋকে কথিত আছে যে 'জারিনী অত্যন্ত উৎফুল্লের সহিত তাহার জারের কাছে গমন করে। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ৫ম ঋকে বর্ণিত আছে যে যোষা জারমিব প্রিয়ং কথা আছে। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৩য় ঋকে আছে যে কন্যা যে প্রকার উৎফুল্ল এবং আনন্দের

সহিত জারকে আহ্বান করে। জারং ন কন্যানুষত। ১০ম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের ৬৯ শ্লোকে আছে যে মক্ষিকা যথা মধু আহরণে হয় নিপুন, তথা নারী ব্যভিচারে। যুবে'হ মক্ষা পর্যশ্বিনা মধ্বসা ভরতং নিক্তং ন যোষণা। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৩৪ সূক্তের ৩য় শ্লোকে লিখিত আছে যে জার স্বল্প সুপ্ত প্রেমিকাকে জাগ্রত করে। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের ৫--৮ম ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক জারা তাহারা জারের সঙ্গে রাত্রে দেখা করিবার জন্য, বাড়ীর কুকুর গৃহস্বামী এবং অন্যান্য স্ত্রীগণ যাহাতে নিদ্রিত থাকে এবং নিদ্রা হইতে জাগরিত না হয় তৎজন্য 'ঘুমপাড়ানী মন্ত্র পড়িতেছে। বৈদিক যুগের নারী আদি রসেও যথেষ্ট রসিকা ছিল। "না আছে এমন নারা আমা হতে আরও মোহিনা, না আছে এমন নারী আমা হতে প্রেমবতী। না আছে এমন নারী যে পারে আমার সম স্বামীসনে উরুভঙ্গ করিবারে।" ন মৎস্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ। ন মৎপ্রতিচ্যবী না ন সকৃথ্যুত্থমীয়সী ॥ ৬ ॥ (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ শ্লোক)। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের ৭ম শ্লোকে আছে যে "এস নিকটে; আলিঙ্গ আমায় দৃঢ় পাশে; অক্লান্তা আমি; গান্ধারী মেষ সদৃশ: আমার অঙ্গ লোমাবৃতা। এই চিরকামাতুরা কামাক্রান্তা নারী, কশিকা সম, হয়ে বহু রেতযুক্তা দিতেছে আমায় শত সম্ভোগ আলিঙ্গন।" উপোপ মে পরা মৃশ মা মে দভ্রানি মন্যথাঃ।

সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গংধারী নামিবাবিকা ॥ ৭ ॥ আগধিতা পরিগবিতা যা কশিকেব জংগহে। দদাতি মহ্যং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যা শতা ॥ ৫ ॥ (ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের ৭ম এবং ৬ষ্ঠ ঋক্)। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে অগস্ত লোপামুদ্রাকে বলিতেছে, "চঞ্চল হইয়াছে রেত, জাগিছে কামনা, শীঘ্রই হইবে ইহার স্খলন। লোপমুদ্রা, দীর্ঘস্থায়ী বৃষসম অধীর নরে দেহ আলিঙ্গন" ন দস্থ মা রুধতঃ কাম আগন্নিত আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিৎ। লোপমুদ্রা বৃষনং মী রিণাতি ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসং তং ॥ ৪ ॥ (ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের ৪র্থ ঋক্) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে পিতার যুবতী কন্যার সহিত সঙ্গমের কথা আছে। "যবে পিতা হয়ে কামাতুরা করিল সঙ্গম যুবতী কন্যা সনে, তখন হইল প্রভুত রেত স্খলন। মধ্যা যৎকৃত্ব মভবদভীকে কামং কৃন্বানে পিতার যুবত্যাং। মনানগ্রেতো জহর্তুর্বিয়ং তা ॥ ৬ ॥ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋক্) অথর্ব্ববেদে পরস্ত্রী এবং পরপুরুষ পাইবার জন্য প্রেমের মন্ত্র, সপত্নী দমন, বীর্য্যস্তম্ভন, এবং ইর্ষার বিভিন্ন মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের ১ম কাণ্ডের ৩৪ সূক্তে মধুপ নামক একটী ঔষধি দ্বারা বশীকরণের মন্ত্র আছে। "মধুজাতা এই গাছ, মধু সনে হনিতেছি আমি, মধু হতে জাত তুমি, কর তুমি আমায় মধুময় ॥ ৯ ॥ জিহ্বাগ্রে মধু মম, জিহ্বামুল মধুময় মম; তোমা যেন মম চিত্তানুযায়ী আমি

করিতে পারি ব্যবহার ॥ ২ ॥ মধুময় হয় যেন মম নিষ্ক্রমন মধুময় হয় যেন মম দূর গমন। মধুময় হয় যেন মম কথা; মধু সদৃশ হই যেন আমি ॥ ৩ ॥ মধু হতে মধুরতর হই যেন আমি, মধুও হইতে মধুময় আরও। মধুর শাখা সম হবে তুমি আমায় আসক্ত ॥ ৪ ॥ অভিক্ততা যাতে না জন্মে সেই জন্য ইক্ষু সহিত তোমায় আমি করিয়াছি পরিক্রমণ। হও তুমি মম কামিনী, আমা হতে যেন তুমি কভু না যাও দূরে ॥ ৫ ॥" (৪২)

অথর্ব্ব বেদের ২য় কাণ্ডের ৩৬ সূক্তে পতি বেদনম্ অর্থাৎ কুমারীর পতি পাইবার মন্ত্র আছে। "হে অগ্নি। ধন ও বর লভে যেন এই কুমারী। বর সনে সদা সদালাপী, উৎসবে সদা আমোদিনী, পাউক এ সত্বর ধন ও পতি ॥১॥ সোম, ব্রহ্ম, অর্জ্জুন, ধাত, দেবগনের কৃপায় করিতেছি আমি পতি পাবার যজ্ঞ ॥২॥ এই নারী যেন পায় পতি; সোম রাজা ইহাকে করিয়াছে সুভগা। হয়ে পুত্রবতী হয় যেন এ মহিষী, এই

(৪২) ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুনা ত্বা খনামসি। মধোরধি প্রজাতাসি সা নো মধু মতস্কৃধি ॥ ১ ॥ জিহ্বায়া অগ্রে মধু জিহ্বামূলে মধুলকম্। মমেদহক্রতাবসো মমচিত্ত মুপায়সি ॥ ॥ মধুমন্মে নিক্রমনং মধুমন্মে পরায়ণম্। বাচা বদামি মধুমদ্ ভুয়াসাং মধুসংদৃশঃ ॥ ৩ ॥ মধোবস্মি মধুতরো মদুঘ্নাদ্ধুর্থান্মধু মত্তরঃ। মমিৎ কিলত্বং বনাঃ শাখাংমধুমতীমিব ॥ ৪ ॥ পরিত্বা পরিতত্নুনেক্ষুনা গামধিদ্বিষে। যথা মাং কামিন্তস্যো যথা মন্নাপসা অসঃ ॥ ৫ ॥ (অথর্ব্ব সংহিতায় ১ম কাণ্ডের ৩৪ সূক্তের ১—৫ ঋক্)

ভাগ্যবতী করে যেন পতিপর রাজত্ব ॥৩॥ ধনপতির কাছে কর এ মিনতি, যেন আসে বর এ দিকে। যে বর হবে তব প্রীতিকাম, তাকে কর তুমি প্রদক্ষিণ ॥৬॥ এই নাও হিরণ্য, গুল্‌গুল প্রলেপন, ও অর্থ, এত দ্বারা হয় যেন তব মনোমত পতি লাভ ॥৭॥ হেথায় যেন আনে সবিতা তব প্রতিকাম পতি ॥৮॥" (৪৩)

অথর্ব্ব বেদের ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ৮৩ সূক্তের ৩য় ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোকের পক্ষে মনোমত স্বামী পাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু পুরুষের পক্ষে কঠিন ছিল; তাই একজন কবি বলিতেছেন, "হে শচী পতি দেহ মোরে জায়া।" তেলা জনীয়তে জায়াং মহ্যং ধেহি শচীপতে ॥৩॥ (অথর্ব সংহিতায় ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ৮৩ সূক্তের ৩য় ঋক্)। বৈদিক সময়ে দাম্পত্য জীবন মধুর ছিল। "অনুরাগে প্রেমময় হউক মোদের আঁখি; প্রীতি

(৪৩) আ নো অগ্নে সুমতিং সংভলো গমেদিমাং কুমারী সহ নো ভগেন। জুষ্টা বরেষু সমনেষু বল্গুরোষং পত্যা সৌভগমস্ত্বস্যৈ ॥১॥ সোমজুষ্টং ব্রহ্মজুষ্টমর্যম্ণা সংভৃতং ভগম্। ধাতুর্দেবস্য সত্যেন কৃণোমি পতিবেদনম্ ॥২॥ ইয়মগ্নে নারী পতিং বিদেষ্ট সোমো হি রাজা সুভগাং কৃণোতি। সুবানা পুত্রান্ মহিষী ভবতি গত্বা পতিং সুভগা বিরাজতু ॥৩॥ আ ক্রন্দয় ধনপতে বরমামনসং কৃণু। সর্ব্বং প্রদক্ষিণং কৃণু যো বরঃ প্রতিকাম্যঃ ॥৬॥ ইদং হিরণ্যং গুগ্গুল্বয়মৌক্ষো অথো ভগঃ। এতে পতিভ্যস্ত্বামদুঃ প্রতিকামায় বেত্তবে ॥৭॥ আ তে নয়তু সবিতা নয়তু পতির্যঃ প্রতিকাম্যঃ ॥৮॥ (অথর্ব্ব সংহিতার ২য় কাণ্ডের ৩৬ সূক্তের ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮ ঋক্)

ভাবে হউক মোদের বদন স্নিগ্ধময়। রাখ তুমি মোকে তব হৃদয় মাঝে। মোদের উভয়ের মন হয়ে যেন এক ॥৩৭॥ স্ত্রী বলিতেছে, মম জন্মগত বাস সনে আমি বাঁধিতেছি তোমারে। তুমি যেন চিরকাল রহ আমারি। অন্য নারীর কথা কভু যেন নাহি আসে তোমার মুখে।" (৪৪)

পোষাক পরিচ্ছদ।

পোষাকের নাম বাস অথবা বস্ত্র। ভজস্বায়ন সংহিতার ১৯, ৮০ উর্ণ সূক্ত অর্থাৎ পশামের নাম আছে। ভজস্বায়ণ সংহিতায় ১৩, ৫০ মেষের ত্বক্ দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণের কথা আছে। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে লিখিত আছে যে পুশা মেষ লোমের বস্ত্র বয়ন এবং বস্ত্র ধৌত করিয়া দেন। বাসোকায়োঽবী তামা বাসাংসি মর্ম্মৃজৎ ॥৬॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ২৬ সূক্তে ৬ষ্ঠ ঋক্) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০৭ সূক্তের ২য় ঋকে বাসোদা অথবা যাহারা বস্ত্র দান করে তাহাদের প্রশংসা আছে। ঋগ্বেদের ৫ মণ্ডলের ৪২ সূক্তের ৮ম ঋকে বস্ত্রদা অথবা বস্ত্র দাতাগণের কথা উল্লেখ আছে। অনেক বায়গায় সুবাস অর্থাৎ ভাল

(৪৪) অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্। অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি ॥৫॥ অভি ত্বা মনুজাতেন দধামি মম বাসসা। যথাসো মম কেবলো নান্যাসাং কীর্ত্তয়াশ্চন ॥৬॥ (অথর্ব্ব সংহিতায় ৭ম কাণ্ডের ৩৬ সূক্তের ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ ঋক্)

পরিচ্ছদের কথা আছে। অনেকে সুবর্ণ অলঙ্কার বৈদিক যুগে ব্যবহার করিত। তাহাদের কথা সুবর্ণ শব্দের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদের ১০শ কাণ্ডের ২য় সূক্তের ১ম ঋকে উষ্ণীষের কথা আছে। উষ্ণীষ মস্তকোপরি ব্যবহৃত হইত। পুরুষগণ দাড়ী এবং মোচ রাখিতেন। দাড়ীকে শ্মশ্রু বলা হইত। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তের ৮ম ঋকে ইন্দ্রের হরিত শ্মশ্রু এবং হরিত কেশ ছিল বলিয়া বর্ণিন আছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৩ সূক্তে বর্ণিত আছে যে ইন্দ্র তাহার দাড়ী দোলাইয়া বিস্তর সৈন্য এবং অন্ন লইয়া বিপক্ষ সংহার করিতে গেলেন।

বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ শ্মশ্রু রাখিতেন এবং নাপিত দ্বারা তাহার মুণ্ডন কার্য্য করিতেন। (৪৫)

খাদ্য।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের ১০ম ঋকে কবি বলিতেছেন ;—"হে পুরুহূত মোরা যেন মোদের অভাব ও ক্ষুধা পারি নিবারিতে গো, যব দ্বারা। রাজ সনে হইয়ে একত্র বল প্রভাবে করিতে পারি যেন রণ জয়।" গোভিষ্ট রেমামতিং

(৪৫) যদ্দ্বতো নিবতো যাসি বপ্সা ত পৃথগেষি প্রগর্ধিনীব সেনা। যদা তে বাতো অনুবাতি শোচির্বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি প্রভূম ॥৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ১৪২ সূক্তের ৪র্থ ঋক্)

দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাং। বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনাগ্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥১০॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের ১০ম শ্লোক)। পশু শীকার এবং গোদুগ্ধ দ্বারা তাহারা ক্ষুধা নিবারণ কারতেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ১৩শ ঋকে আমরা দেখিতে পাই যে বিবাহ ভোজনে গো বধ হইত। "সূর্যার বিবাহ যাত্রা সবিতার সনে চলিল আনন্দে ; তথায় বধে গাব, অজ্জুনতে হবে বিবাহ।" সূর্যায়া বহতুঃ সপ্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ। অঘাসু হন্যং তে গাবোহর্জুন্যোঃ পর্যহ্যতে ॥১৩॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ১৩শ ঋক্) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ২য় ঋকে এবং ২৮ সূক্তের ৩য় ঋকে বৃষ পাক করার কথা আছে। (৪৬)

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ১৩।১৪ ঋকে লিখিত আছে যে ইন্দ্র ১৫।১৬টা বৃষ পাক করিয়া খাইয়া স্থূলতা লাভ করিয়াছেন।

(৪৬) অমা তে তুম্রং বৃষভং পচানি ॥২॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ২য় ঋক্) অদ্রিণা তে মন্দিন ইংদ্র তুয়াগু সুন্বংতি সোমাৎ পিবাস ত্বমেষাং। পচংতি তে বৃষভাং অৎসি তোষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্হূয়মানঃ ॥৩॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ৩য় ঋক্)

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদুসুস্নুষে। ঘসত্ত ইংদ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎ করং হবির্বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥১৩॥ উক্ষণো হি মে পংচদশ সাকং পচংতি বিংশতিং। উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণংতি মে বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ ॥১৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ১৩।১৪ ঋক্)

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬২ সূক্তের ১১ হইতে ১৩শ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় যে অশ্বের মাংস অগ্নিতে, শলার উপর রাখিয়া পাক করা হইত এবং এক চম্র পাত্রে মাংসের ঝোল রাখা হইত এবং রান্না হইলে পর ঐ পক্ক অশ্বের উষ্ণতা রক্ষা হইত এবং সেই অশ্বের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত বলিয়া বৈদিক ঋষিরা মনে করিতেন, এবং খাইবার সময় ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন করিয়া খাইতেন। (৪৭)

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১৫শ ঋকে আছে যে স্বগৃহে পশু বলিদান করিয়া অতিথিকে সুস্বাদু অন্ন দ্বারা সৎকার করে সে স্বর্গে গমন করে।

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ১৩শ ঋকে বামদেব ঋষি বলিতেছেন, "অন্নাভাবে খোয়েছিনু আমি কুকুরের অন্ত্র সব করিয়া পক্ক।" অবর্ত্যা শুণ আংত্রাণি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ড়িতারং ॥১৩॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৪র্থ মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ১৩শ ঋক্)

(৪৭) যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি। মা তদ্ভূম্যামাশ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু ॥১১॥ যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি। যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥১২॥ যন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যূষ্ণ আসেচনানি। ঊষ্মণ্যাপিধানা চরূণামঙ্কাঃ সূনাঃ পরিভূষন্ত্যশ্বং ॥১৩॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১৬২ সূক্তের ১১—১৩ ঋক্)

ত্বমগ্নে প্রযত দক্ষিণং নরং বর্মেব স্যূতং পরি পাসি বিশ্বতঃ। স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যোনকৃজ্জীবযাজং যজতে সোপমা দিবঃ ॥১৫॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১৫ ঋকে)

পক্ক ফলের কথা ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলে ৪৫ সূক্তের ৪র্থ ঋকে পাওয়া যায়। বৃক্ষং পক্কং ফলমংকীব ॥৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের ৪র্থ ঋক্)। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ৭ম ঋকে ধান অর্থাৎ যব ভাজার কথা লিখিত আছে। পচাৎ পক্তীরুত ভূজ্জাতি ধানাঃ ।৭। (ঋগ্বেদ সংহিতার ৪র্থ মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ৭ম ঋক্)। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৭৭ সূক্তের ১০ম ঋকে মহিষ, বরাহমাংস এবং ক্ষীর পক্ক অন্ন অর্থাৎ পায়সের কথা উল্লেখ আছে। শতং মহিষান্ক্ষীর পাক-মোদং বরাহমিংদ্র এমুষং ॥১০॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৭৭ সূক্তের ১০ম ঋকে)। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ১৮ এবং ১৯ ঋকে জলকে অমৃত, ঔষধি এবং গাভীগণের পানীয় বলিয়া উল্লিখিত আছে।

জল ভিন্ন আর্য্যদিগের সোম রস অমৃত রুপীয় পানীয় ছিল। ইহা হর্ষকর, রোগীর ঔষধ, যোদ্ধার উত্তেজক, রোগীর স্বাস্থ্যকর পানীয়। সোমলতা গুলি পার্ব্বতীয় প্রদেশে উৎপন্ন হইত। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৪৬ সূক্তের ১ম ঋক্! এই সোমরস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া মাদকতা বৃদ্ধি করিত। সোম পানে সুখ এবং আমোদ হইত। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের

অপো দেবীরুপ হবয়ে যত্র গাবঃ পিবংতি নঃ। সিংধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥১৮॥ অপ্স্বংতর মৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। দেবা ভরত বাজিনঃ ॥১৯॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ১৮ এবং ১৯ ঋক্)

৪৫ সূক্তের ৩য় ঋক্। উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরং জেনা মদায় কম্ বি নো রায়ে তুরো বৃধি ॥ ॥৩ সোম পানে অনেক সময় উদরে পীড়া জন্মিত। যো মা ন রিশ্যেদ্ধর্যশ্ব পীতঃ ॥১০॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের ১০ম ঋক্)। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তের ৭ম হইতে ১০ ঋকে সোমাশক্ত কাশ্যপ ঋষি গাহিতেছেন। "যথায় বিরাজে জ্যোতি, যে লোকে লোকে বাচে চিরকাল নিয়ে যাও তথা মোরে হে পবমান সোম্, সেই অমর প্রদেশে ॥৭॥ যথায় সোম রাজা করে চির রাজত্ব সেই দিব (স্বগ) ধামে, যথায় পাওয়া যায় সদা অপর্যাপ্ত সোম'রস, তথা কর মোরে অমর ॥৮॥ যথায় কামনা হয় পরিপূর্ণ, সেই স্বর্গ হইতে স্বর্গধামে জ্যোতীর্ম্ময় লোকে করহে মোরে অমর ॥৯॥ যথায় কামনা হয় সত্বর পরিপূর্ণ, যথায় আছে সদা সোমপান, আহার ও বিহার, আমোদ আহ্লাদ, তথায় করহে মোরে অমর ॥১০॥ যথা বিরাজে সদা আমোদ আহ্লাদ, আনন্দ উৎসব, হৃদয়ের কামনা হয় ত্বরা পরিপূর্ণ, তথা করহে মোরে অমর ॥১১॥" (৪৮)

(৪৮) যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্ তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইংদ্রায়েং দো পরিস্রব ॥৭॥ যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ। যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েং দো পরিস্রব ॥৮॥ যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ। লোকা যত্র জ্যোতিষ্মংতস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥৯॥ যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং। স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো

ক্রীড়া

রথের দৌড়ে আর্য্যগণ অত্যন্ত আমোদ উপলব্ধি করিতেন। রথ দৌড়ের কথা ঋগ্বেদের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেয় ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তেব ১৭শ ঋকে বর্ণিত আছে যে—"তোমরা ধরিয়াছিলে সূর্য্যের দুহিতার রথ, যথা রথ দৌড়ে দ্রুতগামী হয় জয় পরাজয়।" আ বাং রথং দুহিতা সূর্য্যস্য কার্ষ্মেবাতিষ্ঠ দবর্তা জয়ংতী ॥১৭॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ১৭শ ঋক্)। বর্ত্তমান যুগে ঘোড়া দৌড়ে অশ্ব জয়ী হইলে যেমন একটা মূল্য পায়, তদ্রুপ পুরাতন কালেও একটা রীতি ছিল। ঋগ্বেদেয় ৯ম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তের ১০ম সূক্তে আছে, "হে সোম দাও মোদের ধন ঐশ্বর্য্য যথা ঘোড়া দৌড়ে জয়ী অশ্বা স্নাহে সানন্দে। পবস্ব সোম ক্রত্বে দক্ষায়াশ্বেব ন নিক্তো বাজা ধনায় ॥১০॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তের ১০ম ঋক্)। শুধু ঘোড় দৌড়েই আর্য্যেরা মত্ত ছিল না, নৃত্য এবং অক্ষক্রীড়ায় তাহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০ম মণ্ডলের ১৮য় সূক্তের ৩য় ঋকে আছে;—"নেচে হেসে কাটহে মোদের সে দীর্ঘ জীবন।" প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥৩॥ ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ৩য়

পবি স্রব ॥১০॥ যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চমুদ! প্রমুদ আসতে। কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব ॥১১॥ . (ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ম মণ্ডলেব ১১৩ সূক্তের ৭—১১ ঋক)

ঋক্) ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের ৪র্থ ঋকে আছে, "নর্ত্তকী সম উষা করহিতেছে রূপ প্রদর্শন ; দুগ্ধদোহী গাভী সম বিকাশিছে বক্ষ তার। অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিবা-পোর্নুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহং ॥৪॥ (ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ড-লের ৯২ সূক্তের ৪র্থ ঋক্)। অথর্ব্ব বেদের ১২শ কাণ্ডের ১ম অধ্যায়ের ৪১ সূক্তে লিখিত আছে, "কার তরে মর্ত্তলোক পৃথি-বীতে করে উচ্চস্বরে নাচ গান।" যস্যং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্তা বৈব্যলবাঃ ॥৪১॥ (অথর্ব্ব সংহিতায় ১২শ কাণ্ডের ১ম অধ্যায়ের ৪১ সূক্ত।

রথদৌড়, নৃত্য, গান, বাজনা হইতে বৈদিকগণ অক্ষ ক্রীড়ায় বেশী আসক্ত ছিলেন। কবক্ষ ঋষির অক্ষক্রীড়া অর্থাৎ পাশা খেলা সম্বন্ধে ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে বর্ণিত আছে। "দেখিলে বড় বড় পাশাগুলি খেলিতে পাশের চকের উপর উন্মত্ত হই আমি। মৌঞ্জবৎ পর্ব্বতের সোমরস পানে যথা, বিভীদক পায়াতে হই আমি তথা আমোদিত ॥ ॥ মম জায়া আমা প্রতি কভু না হইয়াছে বিরাগ, কভু না হইয়াছে লজ্জাবতী। সদা হাসিমুখে আমার বন্ধুসনে করিয়াছে সেবা। শুধু পাশা খেলা তরে আমি তাকে করিয়াছি ত্যাগ ॥২॥ অক্ষানু-রক্ত জন প্রতি শ্বাশুড়ী জায়া হয় বিরক্ত। মূল্যবান ঘোটক হইলে বৃদ্ধ বা পীড়িত কেহ না কয়ে যথা তাহার আদর, তথা অক্ষক্রীড়া রক্ত কোথাও না পায় সম্মান ॥৩॥ যার ঘাড়ে চাপে অক্ষ অনুরাগ; তার জায়াকে করে অন্যে মর্দ্দন। পিতা, মাতা

ভ্রাতা সবে দেখে একে, বলে ;—নাহি চিনি একে মোরা বেঁধে নিয়ে যাও একে ॥৪॥ ভাবি আমি মনে মনে খেলিব না আর আমি দ্যূতক্রীড়া, যাব আমি খেলা সাথী হতে দূরে। যবে আমি নিরখি পাশাগুলি পড়ে আছে চক্রের উপরে, নিবৃত্ত হইতে নারি আমি। জারিণী যথা উপবতী কাছে যায় সবেগে, আমি বন্ধু গৃহে যাই তথা ॥৫॥ দ্যূতকায় সভামাঝে আসে বুক উস্ফালিয়া, বলে জিতিব আমি। কভু পাশগুলি পড়ে তার কামনা করি পূরণ। পায় সে প্রতি পক্ষের যা কিছু করে অভিলাষ ॥৬॥ কিন্তু পাশাগুলি যবে করে বিরুদ্ধাচরণ, বাণ সম করে যেন বিদ্ধ তারা, ছুরিকা সম কর্ত্তন, তপ্ত বস্তু সম সন্তাপ। জয়ী হয় যে, তার কাছে পাশা কুমার জন সদৃশ হয় মধুময়। পরাজিত ব্যক্তিকে করায় নিধন ॥৭॥ হীন বেশে জায়া তার হয় ক্ষোভিতা, পুত্র দশা ভাবিয়া মাতা হয় আকুল। ঋণে, দুঃখে ও ঋণগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় করে সে পর গৃহে রাত্র যাপন। ভাবিয়া নিজের স্ত্রীর হীন দশা হয় বিদির্ণ হৃদয় তাহার, যবে সে দেখে অন্য স্ত্রী স্বগৃহে আনন্দে কাটাইতেছে জীবন, পূর্ব্বাহ্ণে কভু অশ্ব সম করে সে বিচরণ, সায়াহ্ণে হীন লোক সম অগ্নি দ্বারা করে সে শীত নিবারণ ॥১১॥ (৪৯)

(৪৯) প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ংতি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ। সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান ॥১॥ ন মা মিমেথ না

চিকিৎসা

অথর্ব্ব বেদে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং ব্যাধির অনেক কথা আছে। যক্ষা রোগ আধুনিক নহে; বর্ত্তমান সহরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিস্তৃতি লাভ করে নাই। অথর্ব্ব বেদের ২য় কাণ্ডের ৩৩ সূক্তে যক্ষ্মা রোগ শরীরে প্রতি অঙ্গ হইতে তাড়াইবার জন্য একটি যাদু মন্ত্র আছে। যথা—তোমার চক্ষুদ্বয়, নাসারন্ধ্র, কর্ণ, চিবুক, মস্তিষ্ক, জিহ্বা হতে তাড়াইতেছি আমি যক্ষ্মাকে ॥১॥ গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মেরুদণ্ড, স্কন্ধ, বাহু হতে

জিগৌল এষা শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ। অক্ষস্যাহমেক পরস্য হেতোরণু ব্রতামপ জায়ামরোধং ॥২॥ দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি ন নাথিতো বিন্দতে মর্ডিতারং। অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগং ॥৩॥ অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য যস্যাগৃধদ্বেদনে বাজ্যক্ষঃ। পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহুর্ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতং ॥৪॥

যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ। ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রত এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥৫॥ সভামেতি কিতবঃ পৃচ্ছমানো জেষ্যামীতি তন্বা শূশুজানঃ। অক্ষাসো অস্য বিতিরন্তি কামং প্রতিদীব্নে দধত আ কৃতানি ॥৬॥ অক্ষাস ইদঙ্কুশিনো নিতোদিনো নিকৃত্বান স্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ। কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো মধ্বা সংপৃক্তাঃ কিতবস্য বর্হণা ॥৭॥ জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্বস্বিৎ। ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ॥১০॥ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বায় কিতবং ততাপান্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিং। পূর্বাহ্নে অশ্বান্যুযুজে হি বভ্রূন্‌ৎসো অগ্নেরন্তে বৃষলঃ পপাদ ॥১১॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ১—৭, ১০, ১১ ঋক্)

তব দুর করে দিচ্ছি আমি, যক্ষা রোগ ॥২॥ হৃদয়, ক্লোম, পার্শ্ব দেশ, প্লীহা, যকৃৎ হতে দুর করে দিতেছি আমি যক্ষা ॥৩॥ অন্ত্র, গুহ্য, অণ্ডকোষ, উদর, কুক্ষি, মাংসপিণ্ড নাভি হতে তব যক্ষাকে তাড়াইতেছি আমি ॥৪॥ উরু, হাটু, গোড়ালী, মাজা হতে তাড়াইতেছি আমি যক্ষা তব ॥৫॥ অস্থি, মজ্জা, স্নায়ূ, হস্ত, অঙ্গুলী, নখ হতে তাড়াইতেছি তব যক্ষা আমি ॥৬॥ (৫০)

(৫০) অক্ষিভ্যাংতে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং চুবুকাদধি। যক্ষং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কো জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥১॥ গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনুক্যাঞ্চিং। যক্ষং দোষণ্যম্ মংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥২॥ হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষানাৎ পার্শ্বাভ্যাম। যক্ষমং মতস্নাভ্যাং প্লীহো যকুন্তে বি বৃহামসি ॥৩॥ আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোরুদরাদধি। যক্ষমং কুক্ষিভ্য, প্লাশেনভ্যো বি বৃহামি তে ॥ উরুভ্যাঃ তে অষ্ঠীবদ্ধ্যা, পার্ষ্ণিভ্যা, প্রপদাভ্যাম। যক্ষমং ভসদ্যং শ্রোণিভ্যাং ভাসদং ভংসসো বি বৃহামি তে ॥৪৫॥ অস্থিভ্যস্তে মজ্জুভ্যঃ স্নাবভ্যো ধমনীভ্যঃ। যক্ষমং পাণিভ্যামঙ্গুলিভ্যো নখেভ্যোবি বৃহামি তে ॥৬॥ অথর্ব্ব সংহিতার ২য় কাণ্ডের ৩৩ সূক্তের ১—৬)

অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণভ্যোং ছুবুকাদধি। যক্ষং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কা জ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥১॥ গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনুক্যাৎ। যক্ষং দোষণ্য মাংসাভ্যা, বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥২॥ আংত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্টো হৃদয়াদধি। যক্ষং যতস্নাভ্যাং যকুঃ প্লাশিভ্যো বি বৃহামি তে ॥৩॥ উরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাং যক্ষং শ্রোণিভ্যাং ভাসাদাদ্বং সসো বি বৃহামি তে ॥৪॥ মেহনাদ্বনকরণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ। যক্ষং সর্ব্বস্মাদাত্মনেস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ (ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৩৬ সূক্তের ১—৫ ঋক্)

বিভিন্ন ব্যাধির নাম অথর্ব্ব সংহিতার ৯ম মাণ্ডের ১৩শ সূক্তে পাওয়া যায়। (৫১)

শীর্ষক্তিং শীর্ষাময়ং কর্ণশূলং বিলোহিতম্। সর্ব্বং শীর্ষণ্যাং তে রোগং বহির্নিমন্ত্রয়ামহে ॥১॥ কর্ণাভ্যাং তে কভুঙ্কেভ্যঃ কর্ণশূলং বিশল্যকম্ সর্ব্বং ॥২॥ যস্য হেতোঃ প্রচ্যবতে যক্ষ্মঃ কর্ণাৎ আস্যতঃ সর্ব্বং ॥৩॥ যঃ কৃণোতি প্রমোতমন্ধং কৃণোতি পুরুষম্ সর্ব্বং ॥৪॥ অঙ্গভেদ অঙ্গজ্বরং বিশ্বাঙ্গ্যং বিসল্পকম্। সর্ব্বং শীর্ষণ্যাং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৫॥ যস্য ভীমঃ প্রতীকাশঃ উদ্বেপয়তি পুরুষম। তক্মানং বিশ্বশারদং বহি ॥৬॥ য উরু অনুসর্পত্যথো এতি গবীনিকে। যক্ষমং তে অন্তরঙ্গেভ্যো বহি ॥৭॥ যদি কামাদপকামাদ্ব দয়াজ্জায়তে পরি। হৃদো বলাসমঙ্গেভ্যো বহি ॥৮॥ হরিমাণং তে অঙ্গেভো অপ্বামন্তরোদরাৎ। যক্ষ্মোধামন্তরাত্মনো বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৯॥ আসো বলাসো ভবতু মূত্রং ভবত্বাময়ৎ। যক্ষমানাং সর্ব্বেষাংবষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥১০॥ বহির্বিলং নির্দ্রবতু কাহাবাহং তবোদরাৎ যক্ষমাণাং ॥১১॥ উদরাৎ তে ক্লোম্নো নাভ্যা হৃদয়াদধি। যক্ষ্মমানাং সর্ব্বেষাং বিষং নিরবোচ মহং ত্বৎ ॥১২॥ যাঃ সীমানং বিরুজন্তি মূর্ধানং প্রত্যর্ষণীঃ। অহংসন্তীরণাময়া নিদ্রবন্তু বহির্বিলম ॥১৩॥ যা হৃদয়মুপর্ষন্ত্যনুতন্বন্তি কীকষাঃ অহি ॥১৪॥ যাঃ পার্শ্বে উপর্ষন্ত্যনুনিক্ষন্তি পঙ্কীঃ। অহি ॥১৫॥ যাস্তির শ্চীরুপর্ষন্ত্যর্ষণা বক্ষনাসুতে অহি ॥১৬॥ যা গুদা অনুসর্পন্ত্যান্ত্রানি মোহয়ন্তি চ। অহি ॥১৭॥ যা মজ্জো নির্ধয়ন্তি পরুংষি বিরুজন্তি চ। আহং সন্তীরনাময়া নিদ্রবন্তু বহির্বিলম ॥১৮॥ যে অঙ্গানি মদযন্তি যক্ষ্মাসো রোপনাস্তব। যক্ষমাণাং সর্ব্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥১৯॥ বিসল্পস্য বিদ্রধস্য বাতীকারস্য বালজেঃ। যক্ষমানাং সর্ব্বেষাং বিষ্টং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥২০॥ পাদাভ্যাং তে জংঘাভ্যাং শ্রোণিভ্যাং পরি ভংসসঃ। অনুকাদর্ষনী, রুষ্ণিহাভ্যঃ শীর্ষ্ণো রোগমনীনশম ॥২১॥ সংতে শীর্ষ্ণঃ কপালানি হৃদয়স্য চ যো বিধুঃ। উদ্যন্নাদিত্য রশ্মিভিঃ শীর্ষ্ণো রোগমনীনশোঙ্গভেদমশীশমঃ ॥২২॥ (অথর্ব্ব বেদ সংহিতা ৯ম কাণ্ডের ৮ম ঋক্)।